সত্যমেব জয়তে
ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে যুবশক্তির জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি

উদ্যোগপতিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ৩ লক্ষ কোটি টাকার প্রায় ৫.৩ কোটি মুদ্রা ঋণ

৬.৫ লক্ষেরও বেশি তরুণ প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে প্রশিক্ষিত- গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে কাজের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধি

উদ্যম পোর্টালে নথিভুক্ত প্রায় ৫৩ লক্ষ এমএসএমই, রাজ্যে ৬,৯৫০টিরও বেশি ডিপিআইআইটি স্বীকৃত স্টার্ট আপ ভাবী উদ্যোগপতিদের উৎসাহ যোগাচ্ছে

শিক্ষা ও সুযোগের বিস্তার ঘটিয়ে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৩৩০ কোটি টাকারও বেশি স্কলারশিপ

প্রায় ২৭.৫ লক্ষ মহিলা পরিচালিত এমএসএমই রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সহায়ক

সারা বাংলা জুড়ে উদ্ভাবন ও সুযোগ সৃষ্টি করছে ৩,৫৫০টির বেশি মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্ট আপ

বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

CBC 46101/13/0035/2526

"পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস, রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিকে শক্তিশালী করছে।"

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

একটা সময় থামতে হয়, রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা প্রসঙ্গে মন্তব্য ডঃ বোসের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে পদত্যাগের পর এই প্রথমবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হলেন ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। কেন তিনি পদত্যাগ করলেন, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে ডঃ বোস বলেন, একটা সময় থামতে হয়। রবিবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরেছেন ডঃ বোস।পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপালকে এদিন কলকাতায় প্রশ্ন করা হয়, কেন তিনি রাজ্যপাল পদ থেকে পদত্যাগ করলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বোস বলেন, যেখানে প্রবেশ থাকে, সেখানে বহির্গমনও থাকে। আমি এখানে রাজ্যপাল হিসেবে ১২০০ দিন পূর্ণ করেছি, যার অর্থ ক্রিকেটের ভাষায়, ১২টি সেঞ্চুরি। এটাই যথেষ্ট। থামার একটা সময় আছে, আমি ভেবেছিলাম এটাই আমার পদত্যাগের সঠিক সময়।পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বলেন, সত্যি এটাই যে, আমি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত সচেতনভাবেই নিয়েছি। সঠিক সময় না আসা পর্যন্ত এর কারণ গোপন রাখা হবে। ডঃ বোস আরও বলেন, খেলাধুলোয় একটা নিয়ম আছে। খেলার নিয়ম হলো খেলা কখন শেষ করতে হবে তা জানা। যখন কোনও প্রবেশের কথা আসে, তখন রাজ্যপাল হিসেবে আমি জানতাম যে প্রস্থান হবে। আমাকে নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, আমি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলেন।

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রভাব, দিল্লি ও মুম্বই বিমানবন্দরে ১০০-র বেশি উড়ান বাতিল

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃপশ্চিম এশিয়ায় চলমান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবায় বড় প্রভাব পড়েছে। এর জেরে দিল্লি ও মুম্বই বিমানবন্দর থেকে শনিবার অন্তত ১০০-রও বেশি আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল করা হয়েছে।জানা গেছে, মুম্বই বিমানবন্দর থেকে ছাড়ার কথা ছিল এমন ৩৫টি উড়ান এবং সেখানে অবতরণের কথা ছিল এমন ৩৬টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। একইভাবে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে ছাড়ার কথা ছিল এমন ২২টি এবং সেখানে আসার কথা ছিল এমন ১৭টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে।দিল্লি বিমানবন্দরের অপারেটর ডায়াল (ডেলি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট লিমিটেড) এক্স-এ জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে পশ্চিমমুখী কিছু আন্তর্জাতিক উড়ানের সময়সূচিতে বিলম্ব হতে পারে বা পরিবর্তন করা হতে পারে।উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর বিমান পরিষেবায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশ তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়ায় বহু বিমান সংস্থা সীমিত সংখ্যক উড়ান পরিচালনা করছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দিল্লিতে 'শক্তি পদযাত্রা' ও অল উইমেন বাইক র‍্যালি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৮ মার্চঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার সকালে রাজধানী দিল্লিতে নারীশক্তির মর্যাদা ও ক্ষমতায়নের বার্তা ছড়িয়ে দিতে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে দিল্লির কর্তব্য পথে অনুষ্ঠিত হয় 'শক্তি পদযাত্রা'। এই পদযাত্রায় বহু নারী অংশগ্রহণ করেন এবং নারী ক্ষমতায়ন ও সমাজে নারীর সমানাধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী Anupriya Patel এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী Rekha Gupta-সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি।সকালের এই পদযাত্রা ঘিরে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ এতে অংশ নেন এবং নারীশক্তির অগ্রযাত্রাকে সমর্থন জানান। পদযাত্রার মাধ্যমে সমাজে নারীর প্রতি সম্মান, নিরাপত্তা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করার বার্তা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল বলেন, বর্তমানে দেশে নারী ক্ষমতায়নের যে শক্তিশালী ধারা তৈরি হয়েছে, তা ভারতের ভবিষ্য উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi-র নেতৃত্বে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে যেখানে নারীরা কেবল নিজেদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন না, বরং নেতৃত্বের আসনেও ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন।তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ে ভারত শুধু নারী ক্ষমতায়নের কথা বলেই থেমে নেই, বরং নারীদের নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা ক্ষেত্র-প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পদযাত্রার মাধ্যমে সেই উদ্যোগগুলির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।পদযাত্রা শেষ হওয়ার পর নারী দিবস উপলক্ষ্যে আরও একটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। লোকসভার স্পিকার Om Birla এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা যৌথভাবে 'উইমেন বাইক র‍্যালি'-র সূচনা করেন। এই বাইক র‍্যালিতে শুধুমাত্র নারী অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন, যা নারীদের আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনতা এবং সক্ষমতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা ধরে এই র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় এবং তা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও উৎসাহ দেখা যায়।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ Bansuri Swaraj। তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দেশের নারীদের সাফল্য ও অগ্রগতি আজ গোটা বিশ্বের কাছে এক অনুপ্রেরণা। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত আজ এমন এক পথে এগোচ্ছে যেখানে নারীরা কেবল উন্নয়নের অংশীদার নন, বরং উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবেও ভূমিকা পালন করছেন।বাঁশুরি স্বরাজ বলেন, আগে নারী ক্ষমতায়নের কথা অনেক সময় শুধুই আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু বর্তমানে বাস্তব ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের নারীরা শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে নারীরা নিজেদের ক্ষমতায়ন করছেন এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।তিনি আরও জানান, এই ধরনের কর্মসূচি নারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাইক র‍্যালিতে অংশ নিতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত বলেও জানান। তাঁর মতে, সমাজে নারীর শক্তি, সাহস এবং সক্ষমতার প্রতীক হিসেবেই এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে।আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লিতে আয়োজিত এই 'শক্তি পদযাত্রা' ও অল উইমেন বাইক র‍্যালি নারীর ক্ষমতায়নের বার্তা আরও শক্তভাবে তুলে ধরেছে। অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন, সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা ও নেতৃত্বের সুযোগ বাড়াতে সরকার ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে।

মহাজাতি সদনে আয়োজিত উজ্জীবন অনুষ্ঠান, মনের কথা ভাগ করে নিলেন ক্যান্সার জয়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ মার্চ ঃমারণ রোগ ক্যান্সার। এই রোগ থেকে প্রায় মৃত্যুঞ্জয়ীদের সঙ্গে নিয়ে অনুপ্রেরণার গল্পে - 'উজ্জীবন' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল কলকাতার মহাজাতি সদনে। ক্যান্সারের মতো কঠিন রোগের সঙ্গে লড়াই করে নতুন জীবন ফিরে পাওয়া মানুষের অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণার গল্পে ভরে ওঠে সভাঘর। চিকিৎসক ডাঃ সৌম্য ভট্টাচার্য এবং পিকনিক গার্ডেন লীলা সেবা সোসাইটি-র উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু ক্যান্সার জয়ী রোগী, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং বিশিষ্ট অতিথিরা। রোগের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা মঞ্চে উঠে ভাগ করে নেন একাধিক সারভাইভার। তাঁদের জীবনের কঠিন পথচলার কথা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন উপস্থিত দর্শকরা। অনুষ্ঠানে ছিল সঙ্গীত পরিবেশনা, আবৃত্তি, নৃত্য-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পর্ব। রোগজয়ীদের কেউ গান গেয়ে, কেউ কবিতা আবৃত্তি বা নাচের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরেন। পাশাপাশি এদিন প্রকাশিত হয়েছে ডাঃ সৌম্য ভট্টাচার্যের লেখা বই - 'স্বপ্ন হলেও সত্যি'। উদ্যোক্তাদের কথায়, 'উজ্জীবন কেবল একটি অনুষ্ঠান নয়-এটি জীবনের প্রতি আস্থা ও সাহসের উদযাপন। রোগের বিরুদ্ধে ল।াই করা মানুষদের মানসিক শক্তি জোগাতেই এই উদ্যোগ। আনন্দ, আবেগ ও অনুপ্রেরণায় ভরা এই অনুষ্ঠান যেন নতুন করে মনে করিয়ে দিল-কঠিন লড়াইয়ের পরেও জীবন আবার শুরু হতে পারে।

নেপালে জেন-জি আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দিল কমিশন

কাঠমান্ডু, ৮ মার্চ ঃ গত বছরের ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর নেপালে সংঘটিত জেন-জি আন্দোলনের সময় ঘটে যাওয়া মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গঠিত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিশন রবিবার তাদের রিপোর্ট অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির হাতে তুলে দিয়েছে তদন্ত কমিশন।প্রাক্তন বিচারপতি গৌরী বাহাদুর কার্কির নেতৃত্বে গঠিত এই তদন্ত কমিশনের মূল রিপোর্টে ৯০০-রও বেশি পৃষ্ঠা রয়েছে বলে জানা গেছে। কমিশনের সদস্য এবং নেপাল পুলিশের প্রাক্তন ডিআইজি বিজ্ঞানরাজ শর্মা জানান, রিপোর্টের সঙ্গে একাধিক সংযোজনী ও নথি যুক্ত রয়েছে। সব মিলিয়ে রিপোর্টের আকার প্রায় ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে।রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর বিজ্ঞানরাজ শর্মা জানান, কমিশন ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলির বিস্তারিত তদন্ত করেছে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছে। তবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কে.পি. শর্মা ওলি এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখরের প্রসঙ্গে কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে তিনি কিছু জানাতে অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য, কমিশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের।তিনি আরও জানান, আন্দোলনের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কিছু দুর্বলতাও ধরা পড়েছে। বিশেষ করে যখন বিক্ষোভকারীরা সংসদ ভবনের দিকে এগিয়ে যায়, তখন ব্যারিকেডিং ব্যবস্থার ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তদন্তের সময় কমিশন ২০০-রও বেশি ব্যক্তির বক্তব্য নথিভুক্ত করেছে এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামতও নিয়েছে।তিনি বলেন, দুই দিনের ঘটনাবলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার পরই এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। রিপোর্ট গ্রহণের পর অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী কার্কি কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আশ্বাস দেন যে সরকার বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খামেনেইকে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভের আশঙ্কা, কাশ্মীর উপত্যকায় সতর্ক প্রশাসন

শ্রীনগর, ৮ মার্চ ঃ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে হত্যার প্রতিবাদে সম্ভাব্য বিক্ষোভের আশঙ্কায় গত শুক্রবার কাশ্মীর উপত্যকায় সাধারণ মানুষের গতিবিধিতে আরও কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হতে পারে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় খামেনেইয়ের হত্যার প্রতিবাদে টানা ষষ্ঠ দিন উপত্যকার জনজীবন অস্থির হয়ে রয়েছে। সোমবার থেকেই বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ জারি করা হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং পরে সকলকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান।বৈঠকের পর বিক্ষোভ কিছুটা কমলেও বিভিন্ন স্থানে এখনও চাপা

সমাজ মাধ্যমে সংস্কৃত সুভাষিতম ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার সমাজ মাধ্যমে বলেছেন, ভারতের জনসাধারণ তাদের দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে কঠিনতম কাজটিকেও বাস্তবায়িত করতে পারেন। তিনি বলেছেন, সঠিক দিকে নিরন্তর প্রয়াসের মাধ্যমে তারা বৃহত্তর সাফল্য অর্জন করতে পারেন।প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার সংস্কৃতের একটি সুভাষিতম সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, যদ্ দুরং যদ্ দুরারাধ্যং যচ্চ দুরে ব্যবস্থিতম্।তত্ সর্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্।।এই সুভাষিতমে বলা হয়েছে লক্ষ্য কতটা দূরে রয়েছে বা সেখানে পৌঁছানো কতটা কষ্ট সাধ্য অথবা আদৌ পৌঁছানো সম্ভব কিনা,

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন মঞ্চে ত্রিপুরার উন্নয়ন ও ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরলেন উপরাষ্ট্রপতি

আগরতলা, ৮ মার্চ ঃ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ত্রিপুরাকে দেশ ও দেশবাসীর কাছে আরও সহজলভ্য করে তুলেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক বিকাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। রবিবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু সহ অন্যান্যরা।সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সূচনায় উপরাষ্ট্রপতি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে উপরাষ্ট্রপতি ও অতিথিদের পাগড়ি ও উত্তরীয় পরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়।বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে আরও উচ্চতায় পৌঁছাবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, এক সময় তাঁর জন্মস্থান চেন্নাই থেকে আগরতলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু গত এক দশকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে আজ দেশের যেকোনও প্রান্ত থেকে এই রাজ্যে যাতায়াত অনেক সহজ হয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা শিক্ষার প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উপরাষ্ট্রপতি আরও বলেন, আয়তনে ছোট হলেও ত্রিপুরা তার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জন্য সুপরিচিত। এই ঐতিহ্যই রাজ্যের মহানুভবতার পরিচয় বহন করে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা ত্রিপুরার সামগ্রিক অগ্রগতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ডিজিটাল গভর্নেন্স এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে তিনি রাজ্যের নারীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারী শিক্ষার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণণ। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

নারী দিবসের শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৮ মার্চঃআমার লক্ষ্মী আজকের দিনে সবারে করে আহ্বান,আমার লক্ষ্মী ক্লান্তি ভুলে গায়.জীবনের জয়গান। এই উক্তি দিয়ে রবিবার সকালে নারী দিবসের জয়গান গাইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন যে, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভক্ষণে সারা বিশ্বের সবাইকে জানাই আমার অনেক শুভনন্দন। আমি কুর্নিশ জানাই এই বাংলার মাটিকে - এ মাটি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মাটি, এ মাটি মাতঙ্গিনী হাজরার মাটি, এ মাটি কল্পনা দত্ত, বীণা দাশ, সুনীতি চৌধুরীর মাটি, এ মাটি মাদার টেরিজার মাটি। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এই শুভক্ষণে একটা বিশেষ কাজ আমরা করেছি। 'যুবসাথী' প্রকল্পে টাকা দেবার কথা ছিল আগামী এপ্রিল মাস থেকে। আজকের দিনে যুবসমাজকে সম্মান জানিয়ে গত শনিবার থেকেই 'যুবসাথী' প্রকল্পের টাকা দেওয়া আমরা শুরু করেছি। গত শনিবার থেকেই প্রায় ১ কোটি আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক একাউন্টে টাকা যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। আমি সকলকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।আমরা সবসময় চেষ্টা করি এভাবেই সর্বস্তরের, সকল মানুষের পাশে থাকতে। আর অন্যদিকে, কেন্দ্র সরকারের কাজ শুধু মানুষকে হয়রানি করা। গ্যাসের দাম যেভাবে বৃদ্ধি করা হল, তার প্রভাব পড়বে মানুষের হেঁসেলে। আজ তাই বাংলার মেয়েরা প্রতিবাদে পথে নামবে, তাঁদের পরনে থাকবে প্রতিবাদের কালো শাড়ি।আমার লক্ষ্মী প্রতিবাদ জানায়, কন্ঠে তার আগুন,আমার লক্ষ্মী দেশ জয় করে, সবারে বলে - জাগুন।।বাংলার প্রতিটি মেয়ে আমাদের গর্ব। সমাজের প্রতিটি স্তরে তাঁদের অবদান অপরিসীম। তাই শুধুমাত্র বছরের একটি বিশেষ দিন নয়, আমার কাছে প্রতিটা দিনই নারী দিবস।যে সমাজে মেয়েরা ভালো থাকে না, সেই সমাজ কখনো ভালো থাকতে পারে না। তাই, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাতে তাঁরা এগিয়ে যেতে পারে তা সুনিশ্চিত করতে আমাদের সরকার প্রথম দিন থেকে অনেকগুলি যুগান্তকারী কর্মসূচী নিয়েছে।লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৪১ লক্ষ। ভাতার পরিমাণও আবার ৫০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে - তপশিলী জাতি ও আদিবাসী পরিবারের মহিলারা এখন মাসে ১৭০০ টাকা এবং অন্যান্যরা মাসে ১৫০০ টাকা করে পাচ্ছেন। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে স্মার্টকার্ডটি পরিবারের মহিলা সদস্যের নামে। প্রায় ২ কোটি ৪২ লক্ষ মহিলা এই কার্ড পেয়েছেন।স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় - সব স্তরেই মেয়েরা কন্যাশ্রী পাচ্ছে। ১ কোটি ছাত্রী এখন কন্যাশ্রী। UNESCO তে সেরার শিরোপা পেয়ে 'কন্যাশ্রী' বিশ্বজয়ী। রূপশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২৩ লক্ষ মহিলাকে বিবাহের জন্য এককালীন ২৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।সবুজসাথী প্রকল্পে রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের ১ কোটি ৪৮ লক্ষ সাইকেল দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ৭৯ লক্ষ মেয়েদের জন্য।মা-বোনেদের ও শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষায় আমাদের সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ করা হয়েছে। মাদার এন্ড চাইল্ড হাব হয়েছে ১৭টি। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য ১৩টি ওয়েটিং হাট হয়েছে। এসবের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার ৬৮.১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৯.১৪।আজ নারী সুরক্ষায় বাংলা দেশের সেরা। কেন্দ্রীয় সরকারই বলছে দেশের সবচেয়ে নিরাপদ শহর কলকাতা। এই নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করতে কদিন আগেই কলকাতা পুলিশের উদ্যোগে পিঙ্ক বুথ' ও অল-উইমেন 'SHINING' মোবাইল পরিষেবা শুরু করা হয়েছে। মেয়েরা রাতবিরেতে যাতে আরো সুরক্ষিত বোধ করে তার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ।নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এর আগেও আমরা অনেক পদক্ষেপ করেছি। 'অপরাজিতা বিল' পাশ করা হয়েছে। ৪৯টি মহিলা থানা স্থাপন করা হয়েছে। ২০১১ সালের আগে কোন মহিলা থানা ছিল না।এছাড়া বিচার ব্যবস্থায় গতি আনতে মহিলাদের জন্য ৫২টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি করা হয়েছে।ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতে ৫০ মহিলা আসন সংরক্ষণ কার্যকর করেছি আমরা। এমনকি বিধানসভা, লোকসভা ও রাজ্যসভাতেও আমাদের মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা দেশের মধ্যে অগ্রগণ্য।' আনন্দধারা প্রকল্পের আওতায় ১.২১ কোটি মহিলাকে নিয়ে ১২ লক্ষেরও বেশি SHG তৈরী হয়েছে - সারা দেশে যা আর কেউ করতে পারেনি। নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বাড়ানো হচ্ছে এবং তাঁদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করে তাঁদের স্বনির্ভর করা হচ্ছে। আমাদের এই প্রকল্প দেশের মডেল।রাজ্য সরকারী অফিস, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটিতে কর্মরত মহিলা কর্মীদের জন্য আমরা ৭৩০ দিন সবেতন Child Care Leave মঞ্জুর করা হয়েছে।' কর্মাঞ্জলি' প্রকল্পের আওতায় কর্মরত মহিলাদের থাকার জন্য বাংলা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে ১৩টি হস্টেল। আমি এর নাম রেখেছি 'কর্মাঞ্জলি'। শেষে বলি - আমার লক্ষ্মী ঘরে ঘরে জ্বেলেছেন শুভ আলো,আমার লক্ষ্মীরা ভালো থাকুক, হোক বিশ্ববাংলার ভালো।।আমার লক্ষ্মী মা-মাটি-মানুষ, ভয়কে করেনা ভয়,ওরা দুর্জয়, ওরা দুর্গম, ওরা দুরন্তর বরাভয়।।আমার লক্ষ্মী ডানা মেলে কখনো হয় পক্ষী,ওরাই মোদের পাহারাদার, ওরাই মোদের রক্ষী।।আমার লক্ষ্মী চন্দ্র - সূর্য, আকাশে জ্বলে তারা,আমার লক্ষ্মী ধন্য ধান্যে, নবান্নে দিয়ে ভরা।।

নারী দিবসে বাজেট পেশ পঞ্জাবে, শিক্ষা ও কৃষিতে বিপুল বরাদ্দ

চণ্ডীগড়, ৮ মার্চ ঃপঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী হরপাল সিং চিমা রবিবার ২০২৬-২৭ সালের জন্য পঞ্জাবের বাজেট পেশ করেছেন, বাজেটে ২,৬০,৪৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ সালের মোট রাজস্ব আয় ১,২৬,১৯০ কোটি টাকা হওয়ার কথা রয়েছে। এর মধ্যে ৭০,৮৫১ কোটি টাকা নিজস্ব কর রাজস্ব থেকে এবং ১৫,৬৮৭ কোটি টাকা কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে আসবে।আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী এই বাজেটকে পঞ্জাবের নারীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। তিনি 'মুখ্যমন্ত্রী মাওয়ান ধিয়ান সতীকর যোজনা'ও ঘোষণা করেছেন, যার আওতায় যোগ্য মহিলারা প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন, যেখানে দলিত মহিলারা প্রতি মাসে ১,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন। রাজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ মহিলা বর্তমান যোগ্যতার মানদণ্ডের আওতায় আসবেন।তিনি বলেন, বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, শিল্প, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্যও বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২৭ সালের প্রথম দিকে নির্বাচনের আগে এটি পঞ্জাবে এএপি সরকারের শেষ বাজেট।

রাষ্ট্রপতির অনুষ্ঠানে প্রোটোকলের ত্রুটি! নন্দিনীর কাছে রিপোর্ট তলব স্বরাষ্ট্র সচিবের

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে স্বাগত জানানোর জন্য নির্ধারিত প্রোটোকলের ত্রুটি, দার্জিলিং জেলায় আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা সম্পর্কে রবিবার বিকেল ৫টার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন।পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর কাছ থেকে রবিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যেই রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন। উল্লেখ্য, শনিবার শিলিগুড়িতে আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় উষ্মাপ্রকাশ করেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকার উষ্মা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জীবনে অনেক নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ধারণা এবং পরিকল্পনাগুলিতে মনোনিবেশ করার জন্য আপনি উৎসাহিত বোধ করবেন। এই দিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার ক্ষমতার উপর আস্থা রাখুন। বিবাহের যোগ আছে আজ।

বৃষঃ যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। আপনি যদি আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে থাকেন তবে আজই এটি ফিরিয়ে দেওয়া ভাল, অন্যথায় সেই সদস্যটি আপনার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে পারে। শুভদিন

মিথুনঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে উপার্জন বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বপুরুষের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাওয়ার খবর পুরো পরিবারকে খুশি করবে।

কর্কট রাশি ঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অনেক সুযোগের সংমিশ্রণ নিয়ে আসতে চলেছে। এই দিন আপনি আপনার মানসিক দিকগুলিতে মনোনিবেশ করবেন এবং এই সময়ে আপনার পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে শান্তি দেবে।

সিংহঃ নিরাপত্তাহীনতা অস্থিতিশীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় তাকে অগ্রাধিকার দিন।শুভদিন হবে

কন্যা ঃচাকরির জায়গায় অনেক কিছু হওয়ার ফলে আপনাকে হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষা বাতিল করতে হবে। চিন্তা করবেন না, প্রেমে ধৈর্য একটি বড় ব্যাপার। শুভ দিন হবে

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদ্যমী দিন। আপনার চারপাশে ইতিবাচক স্প ন্দন বিরাজ করছে, যা আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করবে। সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন, কারণ আপনার যোগাযোগ দক্ষতা এই দিন সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। এই সময় আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারেন এবং তাদের আপনার অনুপ্রেরণা দিতে পারেন। অর্থ ব্যয়।

বৃশ্চিকঃ আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে। আপনি আপনার জীবনে নতুন শক্তি এবং সাহস অনুভব করবেন। সংসারে শান্তি আসবে।

মকরঃকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। যারা অদ্যাবধি অযথা অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা বুঝবেন যে আর্থিক অভাবের মধ্যে হঠাৎ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে, অর্থ উপার্জন এবং সঞ্চয় করা কতটা কঠিন। বাচ্চারা তাদের কৃতিত্বের মাধ্যমে আপনাকে গর্বিত করবে।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনার চিন্তাভাবনা খুবই স্পষ্ট এবং সুসংগঠিত হবে, যা আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। সন্তান হতে পারে।

মীনঃ মেজাজের গোলমাল একটি বিতর্ক এবং বোঝাপড়ার দিকে এগোতে পারে। প্রেম বিষয়ক ব্যাপারে বলশালী হওয়া এড়িয়ে চলুন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে । সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে আজ। সন্তান হতে পারে। আর্থিক উন্নতি

আবহাওয়া

মহানগরী কলকাতায় ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। শীত বিদায় নিয়েছে মাত্রা কয়েকদিনই হল, এরই মধ্যে গরম অনুভূত হওয়া শুরু করেছে। দুপুরে ঘর্মাক্ত গরম অনুভূত হচ্ছে শহর ও শহরতলিতে।এমতাবস্থায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি প্রত্যাশিত। বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলাতেও। বৃষ্টি হলেও, আপাতত রাজ্যের কোনও জেলাতেই তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪শত করা এবং সর্বনিম্ন ৪২ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫২মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা । **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৯মনিটে হতে পারে।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 97 Monday, 9 March, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৯৭ সংখ্যা ✱ ২৪ ফাল্গুন ১৪৩২, সোমবার, ৯ মার্চ ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

থালা-কড়াই বাজিয়ে ধর্নামঞ্চে প্রতিবাদ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মার্চঃ শনিবারই ধরনা মঞ্চ থেকে গর্জে উঠেছিলেন মমতা। এবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ময়দানে মহিলারা। গ্যাস দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে কালো শাড়ি পরে চলল প্রতিবাদ। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলের জমায়েতেও কালো শাড়ি, কালো পোশাক পরে এসেছেন মহিলারা। থালা-বাসন, খুন্তি বাজিয়ে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ করছেন। নেতৃত্বে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ধরনা মঞ্চেও কালো শাড়ি পরে চলল প্রতিবাদ। প্রতীকী সিলিন্ডার হাতে প্রতিবাদ জানান মমতাও। এমনিতে প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নানা কর্মসূচি

থাকে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের। এবার মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের আঁচে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি যেন তাতে আলাদা মাত্রা জুড়েছে। এদিকে আবার সামনে নির্বাচন। ফলে ভোটমুখী বাংলায় এসআইআর-র প্রতিবাদে ধরনা মঞ্চ থেকে মমতার প্রতিবাদের ডাক, পরের দিন দলের মহিলা কর্মীদের রাস্তা দখল বঙ্গ বিজেপির উপর চাপ বেশ খানিকটা বাড়াবে বলেই মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের। একদিন আগেই ধরনা মঞ্চ থেকে গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপের পর তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ''গ্যাসের দাম ৬০ টাকা বাড়িয়েছে। আগে ৪৯ টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে। বড় সিলিন্ডাররে দাম ২১০০ টাকা হয়ে গিয়েছে। আর ছোট সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে। বলছে ২১ দিন আগে থেকে বুক করতে হবে। যার বাড়িতে গ্যাস শেষ হয়ে যাবে সে কী ২১ দিন রান্না করে থাকবে? এগুলো আপনাদের আগে মাথায় থাকে না? খাবে কী মানুষের?''

‘প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করুন’

ধরনামঞ্চে এসআইআর নিয়ে মোদিকে তুলোধোনা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মার্চঃ ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে এসআইআর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''ভোটের আগেই ভোট করে দিচ্ছেন! বড় হনু হয়ে গেছেন! প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলুন মিস্টার ভ্যানিশ কুমার।'' মমতার সাফ কথা, ''মানুষকে ভোট দিতে দিতে হবে। ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেব না।'' রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চাপ দিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে বলেই দাবি করলেন তিনি। এদিন মমতা বলেন, ''বিজেপি বিচ্ছিরি প্রচার করছে। ওরা চিরকালই নেগেটিভ। বাঙালিদের থেকেও অনেকে অনেক বেশি দুর্গাপুজো করে। ওরা তাঁদের কাছে গিয়ে বলছে আমি নাকি এই রাজ্যে সব মুসলমান ঢুকিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা দেশ স্বাধীন হয়েছে তখন কি আমি জন্মেছিলাম? আসলে ওরা সাইক্রিয়াটিক রোগী।'' এরপরই এসআইআর নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। বলেন, ''এসআইআর করে নাম কেটে দিচ্ছে। ভোটের আগেই ভোট করে দিচ্ছেন। আসলে ওরা মহিলাদের পছন্দ করে না। বেছে বেছে তাই মহিলাদের নাম কাটছে। আমার বাড়ির একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, নাম-ঠিকানা বদলেছে, ওর নাম কেটে দিয়েছে। মাথায় রাখবেন, মানুষকে ভোট দিতে দিতে হবে। ভোটাধিকার কেড়ে নিতে দেব না। কীসের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি? প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলুন।'' সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির বঙ্গসফর নিয়ে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। সেপ্রসঙ্গে মমতা বলেন, ''রাষ্ট্রপতি যেদিন এলেন সেদিন রাজ্যপালের যাওয়ার কথা ছিল তাঁকে রিসিভ করতে। আমি জানি, এটাই ঠিক ছিল। সেখানে ওনাকে ভয় দেখিয়ে দিল্লি নিয়ে গিয়ে পদত্যাগ করানো হল।'' কেন পদত্যাগ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি!'' প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে আচমকাই পদত্যাগ করেছেন সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু কেন হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত, তা এখনও অজানা। তবে

মমতার দাবি, নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি। উল্লেখ্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর অনুষ্ঠানে অব্যবস্থার অভিযোগ নিয়ে শনিবারই সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার দিল্লিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান থেকেও ফের তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন মোদি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে পাল্টা জবাব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দিল্লির অনুষ্ঠানে মোদি বলেন, ''একজন আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে অপমান করার এই নোংরা রাজনীতি আর ক্ষমতার অহঙ্কার চুরমার হয়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কোনওদিনও তৃণমূলের এই জঘন্য রাজনীতিকে ক্ষমা করবে না।'' পাল্টা ধর্নামঞ্চ থেকে একটি ছবি তুলে ধরেন মমতা। মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এবং সাংসদ জুন মালিয়া মঞ্চের সামনে উপস্থিত দর্শকের সামনে ছবিটি তুলে ধরেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবানিকে ‘ভারতরত্ন’ পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন। সেখানে পাশেই বসে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। রাষ্ট্রপতিকে দাঁড়িয়ে কেন সম্মান জানানো হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা।

‘ভেবে-চিন্তে পদত্যাগ করেছি, কারণটা কনফিডেন্সিয়াল’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মার্চঃ পদত্যাগ করার চারদিনের মাথায় মুখ খুললেন সি ভি আনন্দ বোস। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আচমকা ইস্তফা দেন তিনি। কিছুদিন আগে বাংলার ভোটার হওয়ার আবেদন করেছিলেন তিনি। ভোটের মুখে তাঁর এই আচমকা পদত্যাগের ঘটনায় নানা জল্পনা তৈরি হয়, প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। অবশেষে সেই ইস্যুতে মুখ খুললেন বোস। রবিবার সকালে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফেরেন তিনি। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সদ্য পদত্যাগ করা রাজ্যপাল বলেন, ভেবেচিন্তেই পদত্যাগ করেছেন তিনি। কারণ কী? প্রশ্ন করা হলে বোসের উত্তর, ''কারণটা কনফিডেন্সিয়াল (গোপন), ঠিক সময় এলে বলা হবে।'' তাঁর কথায়, ''সব ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে প্রস্থান তো হবেই।''

রাজ্যপাল পদে ইস্তফা দিলেও বাংলার ভোটার হিসেবে যে তিনি গর্বিত, সে কথা বলেন সি ভি আনন্দ বোস। বাংলায় ভোট দিতে আসবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে রাজ্য প্রশাসনের বিষয়ে কোনও কথা তিনি বলতে চাননি। বলেন, ''আমি আর গভর্নর নেই, তাই এখানকার প্রশাসন নিয়ে কিছু বলব না।'' রাষ্ট্রপতির মন্তব্য ও প্রোটোকল ভাঙার অভিযোগ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও কোনও মন্তব্য করতে চাননি বোস। শুধু বলেছেন, ''রাষ্ট্রপতি খুবই অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর বক্তব্যের উপর কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়।''

তৃতীয়বার টি২০ ট্রফি ভারতের

সংবাদ সংস্থা, আহমেদাবাদ, ৮ মার্চঃ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ানে ইতিহাস লিখল টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে ২৫৫ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতে লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিলেও শেষ পর্যন্ত জসপ্রীত বুমরার আগুনে স্পেল ও ভারতের শৃঙ্খলাবদ্ধ বোলিংয়ের সামনে ভেঙে পড়ল নিউজিল্যান্ড। পরপর ইয়র্কারে কিউইদের ব্যাটিং লাইন-আপ ধসিয়ে দিয়ে ম্যাচ কার্যত শেষ করে দেন বুমরাহ। আর তাই হর্ষে আনন্দে আন্দোলিত করে তুলল আহমেদাবাদের স্টেডিয়াম। আরও একবার বিশ্বজয়ের মুকুট পরল টিম ইন্ডিয়া। ভারতের জয়ের ভিত গড়ে দেন ব্যাট হাতে সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মা। শুরু থেকেই কিউই বোলারদের ওপর ঝড় তোলেন তাঁরা। পাওয়ারপ্লেতেই রেকর্ড ৯২ রান তুলে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন দুই ওপেনার। স্যামসনের ৮৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস এবং ঈশান কিশনের দ্রুত অর্ধশতকে ভর করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২৫৫ রান তোলে ভারত। পরে বল হাতে অক্ষর প্যাটেল, বুমরাহ ও অন্য বোলাররা ধারাবাহিকভাবে উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচকে ভারতের নাগালের মধ্যেই রেখে দেন এবং শেষ পর্যন্ত কিউইদের প্রতিরোধ ভেঙে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দেন টিম ইন্ডিয়ার হাতে। শেষ পর্যন্ত সবকিছু থামল ভারতের উসবে। নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। শেষ উইকেটটি তুলে নেন অভিষেক শর্মা, আর লং-অন বাউন্ডারিতে দুর্দান্ত ক্যাচ নেন তিলক বর্মা। মুহূর্তেই স্টেডিয়াম জুড়ে শুরু হয় উদ্যাপন। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের এই স্মরণীয় রাতে ভারতীয় দল প্রমাণ করে দিল-এই দলটিই হয়তো টি-২০ ইতিহাসের অন্যতম সেরা দল।

‘মোদি বসে, রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে, অপমান কে করছেন?’

মথুরাপুরের সভায় ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর, ৮ মার্চঃ পাঁচ দিনের ব্যবধান। মথুরাপুরে যে মাঠে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সভা করে গেছিলেন, সেই একই মাঠে রবিবার সভা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অমিত শাহ সেইদিনের সভা থেকে বাংলার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছিলেন, তার পাল্টা পরিসংখ্যান আজ পেশ করলেন অভিষেক। বক্তব্যের শুরুতেই দু'দিনের সভায় মানুষের উপস্থিতি টেনে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন অভিষেক। একদিকে, রবিবার তৃণমূলের সভায় দলের কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের জমায়েত দেখে মুগ্ধ অভিষেক। অন্যদিকে, অমিত শাহর সভার প্রসঙ্গ টেনে বললেন, ''পাঁচদিন আগে তিনি এখানে সভা করে গিয়েছিলেন, পুরো সময়টাই ক্যামেরা তাঁর দিকে ছিল। উল্টোদিকে হাতে গোনা মানুষ আর দেখানো হয়নি।'' বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা নিয়ে অভিষেকের কটাক্ষ, ''পরিবর্তন যাত্রায় যা ভিড় হচ্ছে, জেসিবির মাটি কাটা দেখতেও এর চেয়ে বেশি মানুষ জড়ো হবে।'' মথুরাপুরের সভা থেকে অমিত শাহ অভিযোগ তুলেছিলেন, বাংলার ঋণের পরিসংখ্যান ৮ লক্ষ কোটি টাকা। কোনও শিশু যদি বাংলায় জন্মায়, তাহলে সে ৭৭ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে জন্মাবে। এর জবাবে অভিষেক বলেন, ''কী পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসেছেন, আপনারা দেখেছেন। কেন্দ্রের বঞ্চনা সত্ত্বেও একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালাচ্ছেন।'' মোদি জমানায় দেশের ঋণের পরিসংখ্যান তুলে তৃণমূলের সাংসদের দাবি, ''২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার আগে দেশে ঋণের পরিসংখ্যান ছিল ৫৬ লক্ষ কোটি টাকা, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ১২ বছর পরে ভারতবর্ষের ঋণের পরিসংখ্যান হচ্ছে ১৯৭ লক্ষ কোটি টাকা। একটা শিশু ভারতে জন্মালে তার মাথায় ঋণের বোঝা চাপবে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, এর দায় একমাত্র নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহর।'' এই পরিসংখ্যান মিথ্যে হলে মামলা করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন অভিষেক। অমিত শাহ মথুরাপুরের সভা থেকে রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এর উত্তরে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''অমিত শাহের দফতরের অধীনস্থ এনসিআরবির রিপোর্ট বলছে, মহিলাদের উপর সমস্ত রকম নির্যাতন-অপমানের ক্ষেত্রে দেশে প্রথম স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (৬৬,৩৮১টি অভিযোগ), দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র (৪৭,১০১), তৃতীয় রাজস্থান (৪৫,৪৫০)।'' প্রসঙ্গত, এই তিন রাজ্যেই ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। ধর্ষণের ঘটনায় সারা দেশে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ- এই তিন রাজ্য প্রথম তিনে আছে বলেনও পরিসংখ্যান তুলে ধরেন অভিষেক। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন, শেষ সভা থেকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছিলেন অমিত শাহ। এনিয়েও কাউন্টার করেন অভিষেক। দেশের মধ্যে খুনের ঘটনায় প্রথম উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র, তৃতীয় বিহার। অপহরণের ঘটনায়

দেশে এক নম্বর উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র, তৃতীয় মধ্যপ্রদেশ, দাঙ্গার ঘটনায় এক নম্বরে মহারাষ্ট্র, দু'নম্বর মণিপুর, তিন নম্বরে বিহার। অমিত শাহের উদ্দেশে অভিষেকের পরামর্শ, ''তৃণমূলকে আক্রমণ না করে দিল্লি পুলিশকে কাজে লাগান, কে বক্তব্যগুলি লিখেছে, তাঁকে খুঁজে ব্যবস্থা নিন।'' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রত্যেকটি কথা মিথ্যে বলে দাবি করেন অভিষেক। বাংলার উন্নয়ন ও প্রকল্পকে হাতিয়ার করে অমিত শাহকে ফের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন অভিষেক। তাঁর কথায়, ''বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে কাজ করেছে, বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার কোনও রাজ্যে সিকিভাগ কাজ করেছে, আমি রাজনীতির আঙিনায় পা রাখব না।'' ''আপনি জায়গা ঠিক করুন, সময় ঠিক করুন, পরিসংখ্যান দিয়ে ১০-০ গোলে মাঠছাড়া করে দেব।'' যোগ করেন তৃণমূল সাংসদ। মিথ্য প্রমাণ না করতে পারলে এই মথুরাপুরে এসে মানুষের সামনে ক্ষমা চাওয়ার কথাও বলেন অভিষেক। তৃণমূলের রাজনীতির ইতিহাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভূমিকা এদিনের সভা থেকে মনে করিয়ে দেন অভিষেক। বলেন, ''তৃণমূলের অন্যতম ঘাঁটি এই জেলা। সিপিএমের অনাচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ২০২১ সালের মধ্যে ৩১টির মধ্যে ৩০টি আসন জিতিয়েছিল। আগামিদিনে তৃণমূলের পক্ষে থেকে ৩১-০ করার ডাক দেন ডায়মন্ড হারবার সাংসদ। গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখ রাজ্য বাজেটে যুবসাথী প্রকল্প ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। ফর্ম ফিলাপ হয়েছে জেলায় জেলায়। এপ্রিল থেকে পরিষেবা পাওয়ার কথা জানানো হলেও ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, শুক্রবার থেকেই অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। সেইমতো বহু আবেদনকারী ইতিমধ্যেই টাকা পেয়ে গেছেন। অভিষেকও এদিন সভামঞ্চ থেকে বলেন, ''একমাসের মধ্যে প্রকল্পের টাকা মিলছে। রবিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ, সোমবার, মঙ্গলবারের মধ্যে ৮৯ লক্ষ অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে।'' আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে ৪৫ দিনের মধ্যেই সপ্তম বেতন কমিশনে বেতন দেওয়ার কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’র রায়দিঘির কর্মসূচি থেকে কর্মীদের বিরাট আশ্বাস দিয়েছেন অমিত শাহ। উত্তরে অভিষেক প্রশ্ন তোলেন, ''বাংলার বাজেট পড়েছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তম বেতন কমিশনের কথা ঘোষণা করেছেন।'' রাষ্ট্রপতির বঙ্গ সফর ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সরকার দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমান করেছে, এই অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় নেতা এবং বঙ্গ বিজেপির নেতারাও তীব্র সমালোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখা করতে যাননি বলে রাষ্ট্রপতি নিজেও হতাশা প্রকাশ করেছেন। রবিবারের সভায় এই প্রসঙ্গে কথা বলেন অভিষেক। একটি ছবি সামনে আনেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদি বসে, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রাষ্ট্রপতি। দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের অপমান ইস্যুতে বিজেপিকে পাল্টা তোপ দাগেন তৃণমূলের সাংসদ। অভিষেকের আরও অভিযোগ, ''মণিপুর তিন বছর ধরে জ্বলছে, অথচ সেইসময় রাষ্ট্রপতি কোনও কথা বলেননি। রামমন্দির উদ্বোধনের সময় প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, নতুন সংসদ ভবনেও ডাকা হয়নি তাঁকে।''

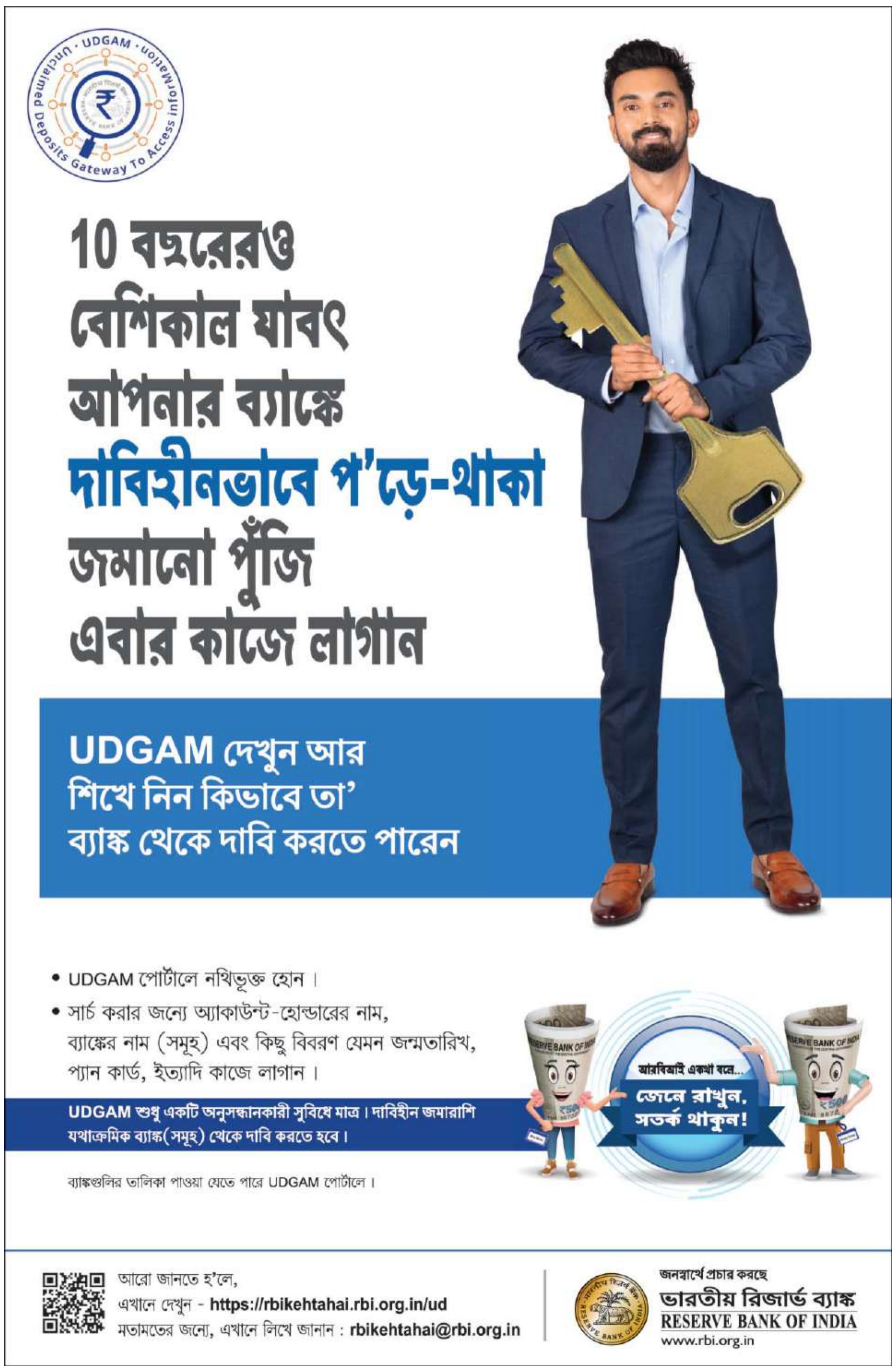

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৯৭ সংখ্যা, সোমবার, ২৪ ফাল্গুন, ১৪৩২

চট্টগ্রামের বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী

বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী চট্টগ্রামের সংগ্রামের এক নির্ভীক সৈনিক। ব্রিটিশ শাসনের অন্ধকার সময়ে যখন ভারতের বহু তরুণ স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে জীবন বাজি রেখে লড়াইয়ে নেমেছিলেন, তখন চট্টগ্রামের মাটিতেও জন্ম নিয়েছিল একদল সাহসী বিপ্লবীর দল। সেই সংগ্রামী তরুণদের মধ্যেই ছিলেন এক নির্ভীক যোদ্ধা;যিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ ও জালালাবাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের সাহস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সেই বিপ্লবীর নামই ছিল অম্বিকা চক্রবর্তী। ১৮৯২ সালে চট্টগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা নন্দকুমার চক্রবর্তী। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও দেশপ্রেমিক মননের অধিকারী। দেশ তখন ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খলে বন্দি, আর সেই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আগুন ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছিল তরুণদের হৃদয়ে। অম্বিকা চক্রবর্তীও সেই আগুনে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীদের প্রতি ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাই ১৯১৬ সালের শেষের দিকে তাঁকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয়। কয়েক বছর কারাবাসের পর ১৯১৮ সালে মুক্তি পেলেও তিনি শান্তভাবে জীবন কাটানোর পথ বেছে নেননি। বরং আরও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আবার স্বাধীনতার সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন। এই সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে মহান বিপ্লবী Surya Sen-এর সঙ্গে। তাঁর নেতৃত্বেই চট্টগ্রামে একটি সুসংগঠিত বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে, যার অন্যতম সক্রিয় সদস্য ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী। ১৯২৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর বিপ্লবীদের এক সাহসী অভিযানে রেল কোম্পানির অর্থ লুঠ করা হয়। এই ঘটনার পর পুলিশ দ্রুত বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা ঘিরে ফেলে। অবরোধ ভেঙে পালানোর সময় নাগরখানা পাহাড় এলাকায় পুলিশের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে সূর্য সেন আহত হন এবং পরিস্থিতির চাপে বিষপান করেন, যদিও পরে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী Jatindra Mohan Sengupta। পরে ১৯২৪ সালে আবারও গ্রেপ্তার হয়ে অম্বিকা চক্রবর্তী দীর্ঘদিন বন্দি থাকেন এবং ১৯২৮ সালে মুক্তি লাভ করেন। কারাগার থেকে বেরিয়েই তিনি আবার বিপ্লবী পরিকল্পনায় যোগ দেন। তখন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখলের এক ঐতিহাসিক পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছিল। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর ১৮ এপ্রিল ১৯৩০ দিনটি নির্ধারিত হয় সেই দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি ছোট দল শহরের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়, যাতে ব্রিটিশ প্রশাসন দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারে। অভিযানের পর বিপ্লবীরা পাহাড়ি এলাকায় আশ্রয় নেন। কয়েকদিন অভুক্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকার পর ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাদের এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ইতিহাসে Jalalabad Hill Battle নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে অম্বিকা চক্রবর্তী গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে মৃত মনে করে সেখানেই রেখে চলে যায়। কিন্তু ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাস;গভীর রাতে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে এবং তিনি অদম্য সাহস নিয়ে পাহাড় ছেড়ে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হন। কিছু মাস আত্মগোপনে থাকার পর শেষ পর্যন্ত তিনি আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে প্রথমে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়, কিন্তু পরে আপিলের মাধ্যমে সেই দণ্ড পরিবর্তিত হয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে রূপ নেয়। দীর্ঘ কারাবাসের পর ১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু

অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী। দেশের এ প্রান্তের প্রথম প্রজন্মের ভৌগলিকদের Physical Geography-র শিক্ষা যদি পদ্মভূষণ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিয়ে থাকেন, তবে Human Geography-র দীক্ষা দিয়েছিলেন পদ্মশ্রী নির্মল বসু। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য প্রতিষ্ঠিত ভূগোল বিভাগে Human Geography পড়ালেও আসলে ছিলেন একজন Anthropplogist। তবে তাঁর Anthropology বা Geography তে আসা ছিল অদ্ভুতভাবে। তিনি আদতে ছিলেন Geology ছাত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯২১ সালে প্রথম শ্রেণী সহ অনার্স উত্তীর্ণ হয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হলেও, গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সরকারি কলেজ পরিত্যাগ করেন মাস্টার্স ডিগ্রী অসম্পূর্ণ রেখে। এরপর পুরীতে চলে যান। সেখানে গিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি পুরী ও কোনার্কের মন্দির নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। শুধু তাই নয় যেসব পর্যটক আসতেন তাদের সেই মন্দিরের স্থাপত্যের ব্যাখ্যা দিতেন। এইরকম এক পর্যটকের দলে ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি নির্মল বসুর ব্যাখ্যায় আশ্চর্য হয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। তারপর পরামর্শ দিলেন যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন যে নৃতত্ত্ব বিভাগ খুলেছেন, সেখানে যেন নির্মল মাস্টার্স ডিগ্রীতে ভর্তি হন। তিনি নির্মলকে আশ্বাস দিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্ক নেই, এটা স্বশাসিত। সেইমতো নির্মল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন ও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে ১৯২৫ সালে স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হলেন। পরবর্তী বছরগুলোতে নৃতাত্ত্বিক হিসেবে তিনি আদিবাসীদের ওপর না, তাদের জন্য গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাইতো উড়িষ্যার গভীর জঙ্গলের মুন্ডা আদিবাসীরা তাদের দেবতার কাছে পূজা করে যাতে তাদের বাবু (নির্মল) তাড়াতাড়ি তাদের ভাষা শিখে ফেলতে পারেন। কিন্তু দেশপ্রেমী নির্মল শুধু গবেষণা নিয়ে থাকতে পারতেন না। ১৯৩০ সালে গান্ধীজি লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলে নির্মল ইউনিভার্সিটি ছেড়ে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে।

পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন সম্ভব হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

বিবেকানন্দ বলেছেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শ্যামা মা শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্যামা মা জাগতিক শক্তির অর্জন করেছেন। মা শ্যামার মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে গেলে মা কালীর ভক্ত হতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক কালী সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। শ্যামা মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। সঙ্গীত সাধনার মধ্যে মায়ের সাধনা রয়েছে। মাতৃ সাধনার মধ্যেই শক্তি লুকিয়ে রয়েছে। সেই শক্তিকে অর্জন করতে গেলে মাতৃ ভক্ত হতে হবে। মা যদি তার সন্তানদের শক্তি দেন সেই শক্তিশালী সন্তানকে পরাস্ত করা একেবারে অসম্ভব। তিনি অপরাজিত থাকেন। সহজে তাকে কেউই পরাস্ত করতে পারে না।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ রচনা
‘বাংলার নবজাগরণের সূচনা নারী জাগরণে’

রবীন্দ্র কুমার শীল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই চলে আসে যাঁর নাম বাংলায় তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায়কে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করাটা বাংলায় একেবারে অসম্ভব। তিনি নারীদের কুসংস্কার সমাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। নারীরা কীভাবে

পুরুষ সমাজ দ্বারা নিঃপেষিত হতে শুরু করেছিল তা তিনি নিজের চোখে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজের মায়ের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তার কারণ তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের রীতিকে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে এই কারণে তাজ্যপুত্র করেন। তিনি রাধানগর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন কলকাতা থেকেই শুরু করতে হবে নারী মুক্তির আন্দোলন। তিনি নারী জাতিকে পুরুষ সমাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার উপায় বের করতে হিন্দু শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে শুরু করলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করলেন। নারী জীবনকে রক্ষা করাই ছিল তঁর মূল লক্ষ্য। সতী হওয়াটা সেই সময়ে নারী কাছে খুব গর্বের বিষয় ছিল। তবে আবার কোনও কোনও সময়ে নারী সতী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। যারা সতী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো না তাদেরকে ধরে বেঁধে মারতে মারেত শ্মশানে নিয়ে আসা হতো এবং জ্বলন্ত চিতাতে অচৈতন্য মহিলাকে ছুড়ে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। এই নির্মম চিত্র দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন প্রথম কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক। তিনি একটি মহিলাকে শ্মশান থেকে উদ্ধার করে তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই দৃষ্টান্ত থেকে উৎসাহিত হয়ে ছিলেন এবং সতীদাহ প্রথা রোধ করতে তিনি ইংরেজ শাসকদের সাহায্য চান। কিন্তু হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীলপন্থীরা অতি শক্তিশালী ছিল। তার ফলে রাজা রামমোহন রায়কে বেশ বগ পেতে হয়েছিল সতীদাহ প্রথা রোধ করতে। তিনি বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে পার্লামেন্টে উপস্থিত থেকে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রের শ্লোক তুলে ধরে দেখিয়ে ছিলেন ব্যাখ্যা দিলেন নারী অধিকার রয়েছে তার ইচ্ছা মতো জীবিকা নির্বাহের। সতীদাহ প্রথাকে হিন্দু শাস্ত্র কোনও সময়ে শাস্ত্রীয় বিধি বলে গ্রহণ করেনি। সতীদাহ প্রথা রোধ হয়ে যাওয়ার পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ছিল প্রকৃত নারী নারী মুক্তি দিতে গেলে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এগিয়ে এসেছিলেন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন। তিনি বিলাত থেকে এসে এখানে একটি মহিলাদের স্কুল খেলাার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার আগে একটি নামমাত্র মহিলা স্কুল ছিল। বঙ্গ মহিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। বেথুন সাহেব এসে স্কুল খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন পিণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিনি বেথুন সাহেবকে সাহস দিয়ে স্কুল নির্মাণ করালেন। কিন্তু স্কুল তো নির্মাণ করলেই হলো না ছাত্রী কোথায়। তখন মদনমোহন তাঁর দুই কন্যাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন এবং মহিলা স্কুলের ছাত্রীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করলেন। এরপরে এসে উপস্থিত হলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। যদিও এর আগেই বিদ্যাসাগর মহিলা শিক্ষা প্রসার এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি জেলায় একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা জন উদ্যোগী হলেন। তারপরে বেথুন স্কুলে সভাপতি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে তিনি এই স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করার ব্যাপরে উদ্যোগী হন। মহিলাদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে নারী মুক্তির কথা ভাবা একেবারে অবান্তর সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তার ওপরে রয়েছে বিধবা বিবাহ প্রচলন করার ইচ্ছা। নারীরা বৈধব্য গ্রহণ করে ব্রাহ্মচার্য পালন করতে থাকবে অজীবন তা তিনি সহ্য করতে পারেননি। বাল বিধবারা যাতে আবার বিবাহ করে ঘর সংসার করার অনুমতি পায় সমাজ থেকে তার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তিনি। তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলন নারী মুক্তির শক্তিশালী পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। নারী মুক্তি আন্দোলনে জোড়াসাঁকোর ভূমিকার কথা ভুলে গেলে চলবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহলে মহিলা শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিলেন। বাংলার বহু পণ্ডিতেরা এসে উপস্থিত হয়ে ঠাকুর বাড়ির সেখানকার মহিলাদের শিক্ষা দান করতেন। নারী মুক্তি আন্দোলনকে আর সক্রিয় করতে তুলে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বাগবজারে একটি মহিলা স্কুল নির্মাণ করেন। সেখানে মহিলাদের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার জন্য তিনি কুটির শিল্প এবং হস্ত শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। তিনি কুটির শিল্প প্রশিক্ষণে মহিলারা যাতে অংশ গ্রহণ করে উপার্জন করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে সেই সময়কার বাজার উপযোগী পণ্য মহিলা যাতে ঘরে প্রস্তুত করতে পারে তার দিকে নজর দিতে শুরু করেন। মহিলারা যদি নিজস্ব শক্তিতে উপার্জন করতে পারে। পুরুষ শাসিত সমাজ এই সব রোজগেরে মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এটা উপলব্ধি করেই কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার গিকে অগ্রসর হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। আবার বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ রোধ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই বিষয়ে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেননি কারণ তখন তিনি গবির মানুষদের চিকিৎসা দেওয়ার দিকে নজর রাখতে শুরু করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকেন। বিহারের (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) কারমাটারে উপস্থিত হয়ে সেখানকার সাঁওতাল মানুষদের চিকিৎসা দিতে থাকলেন। তার ফলে বহু বিবাহ রোধ করা নিয়ে তিনি আর বেশি আর আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেননি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবার বহু বিবাহ পক্ষে সাওয়াল করেছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যায় কমে আসছে। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একজন মুসলিম চার থেকে পাঁচটি বিবাহ করে বহু সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। সেখানে একজন হিন্দু একটি মহিলাকে বিবাহ করে সংসার স্থাপন করে। বহু বিবাহ বন্ধ করতে গেলে মুসলিমদের বহু বিবাহকে বন্ধ করা উচিত বলে মনে করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। তবেই হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক ভারসাম্য আসতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে এটা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব মত। তারপবে দেখতে পাই বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কোনও আইন নির্মাণ না করে। সমাজের অভাব বোধই হিন্দুদের বহু বিবাহ প্রথাকে রোধ বাধ্য করতে হয়েছে। পাশাপাশি পুরুষরা সচেতন হতে সচেতন করে দিয়েছিল। বহু বিবাহ সমাজের ক্ষতিকারক সেটা উপলব্ধি করতে শুরু করে শিক্ষিত পুরুষ সমাজ। তার ফলে বহু বিবাহ প্রথা ক্রমশ বিলীন হতে শুরু করে।

বিশ্ব নারী দিবসের কথা আলোচনা করতে গেলে যার নাম সবার আগে উপস্থিত হয় তিনি হলেন মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসক হওয়ার নেপথ্যে একটি কারণ রয়েছে। সেটা হচ্ছে তাঁর শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর স্ত্রী ছিলেন খুবই অসুস্থ। পরে তিনি এক পুত্র রেখে পরলোকগমন করেন। তাঁর একটি পুত্র সন্তান ছিল। সেই পুত্র সন্তান ছিলেন খুবই রোগগ্রস্ত। প্রায় সময়ে দ্বরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে বেশি করে নজর দিতে হতো। তার ফলে তাঁর মহিলা শিক্ষা আন্দোলন সাময়িক ব্যাহত হতো। শিক্ষক দ্বারকানাথের কষ্টকে লাঘব করা জন্য কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি চিকিৎসক হবেন এবং শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করবেন। শিক্ষক দ্বারকানাথ এই বিবাহের ব্যাপারে একেবারে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কাদম্বিনীর গোঁ এর কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন তিনি। তার ফলে চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করতে বাধ্য হন। সেই সময়ে এই বিবাহ নিয়ে সারা কলকাতা একেবারে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। বিচলিত হয়ে গিয়েছিল গোটা সমাজ। এই অসম বয়সী বিবাহকে রোধ করাতে সমাজ বহু প্রচেষ্টা করে।

মাত্র দুই দিনেই কলকাতা দখল করে নিয়েছিলেন লর্ড ক্লাইভ

মানস বাঙলা

মাত্র ২ দিনে কলকাতা দখল! সিরাজউদ্দৌলার সেই বিস্মৃত বিজয়ের ইতিহাস! ১৭৫৬ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা সিদ্ধান্ত নেন যে ইংরেজদের বাড়তে থাকা শক্তিকে আর সহ্য করা যাবে না। তাঁর মনে হয়েছিল, ইংরেজরা শুধু ব্যবসা করছে না;ধীরে ধীরে বাংলার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে। তাই তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে কলকাতার দিকে অগ্রসর হন।

সেই সময় কলকাতার ইংরেজ গভর্নর ছিলেন Roger Drake। তাঁর হাতে ছিল মাত্র ২৬৪ জন সৈন্য। এত অল্প বাহিনী নিয়ে তিনি কলকাতার দুর্গ রক্ষা করতে পারেন নি। নবাবের বিশাল সেনাবাহিনী এগিয়ে আসতেই কলকাতার সাধারণ মানুষ আতঙ্কে শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করে।

নবাবের বাহিনী খুব দ্রুত অগ্রসর হয় এবং মাত্র দুদিনের মধ্যেই কলকাতা অধিকার করে ফেলে। গভর্নর ড্রেক নিজের লোকজন নিয়ে জাহাজে উঠে পালিয়ে যান। তখন ইংরেজ কর্মকর্তা John Zephaniah Holwell কিছু সৈন্য নিয়ে দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি।

১৭৫৬ সালের ২০ জুন নবাবের সৈন্যরা কলকাতার দুর্গ দখল করে। হলওয়েল ও তাঁর প্রায় ১৪৬ জন সঙ্গী বন্দী হন। পরে হলওয়েলই অন্ধকূপ হত্যাদ নামে একটি গল্প প্রচার করেন, যা নিয়ে ইতিহাসে বহু বিতর্ক রয়েছে। যদিও অধিকাংশ বন্দীকেই পরে মুক্তি দেওয়া হয়, হলওয়েলকে তাঁর কয়েকজন সঙ্গীসহ বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়। কলকাতা জয়ের পর নবাব শহরের নাম পরিবর্তন করে আলিনগর রাখেন। তিনি রাজা মানিক চাঁদকে তিন হাজার সৈন্যসহ শহর রক্ষার দায়িত্ব দেন।

১৭৫৬ সালের ২ জুলাই নবাব নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তখনকার দিনে সেনাবাহিনী চলাচলের প্রধান পথ ছিল নদীঘেঁষা সড়ক। নবাবের বাহিনী হুগলির কাছে ভাগীরথী পার হয়ে পশ্চিম তীর ধরে অগ্রসর হয়। পথে শ্রীরামপুর ও চন্দননগরে ডাচ ও ফরাসিদের কাছ থেকে যুদ্ধের খরচ বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। এরপর কাটোয়া হয়ে রাজধানী মুরশিদাবাদের দিকে যাত্রা করেন নবাব।

১১ জুলাই তিনি অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে রাজধানী মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন। কলকাতা দখলের খবর পৌঁছে যায় মাদ্রাজে, যেখানে তখন British East India Companyএর প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইংরেজ কর্তারা সিদ্ধান্ত নেন;কলকাতা পুনরুদ্ধার করতেই হবে। সেই সময় মাদ্রাজে ইংরেজ বাহিনীর সেনানায়ক ছিলেন প্রবীণ Stringer Lawrence-এর সহকর্মীরা, কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি সক্রিয় ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ কাউন্সিল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন তরুণ কিন্তু দক্ষ সেনাপতি Robert Clive-কে।

ক্লাইভ ইতিমধ্যেই আর্কটের যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাই ইংরেজদের তাঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি মাদ্রাজ থেকে প্রায় ৯০০ ইউরোপীয় সৈন্য এবং ১৫০০ তেলিঙ্গা সিপাই নিয়ে বাংলার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে পাঁচটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে যোগ দেন এডমিরাল Charles Watson.

১৬ অক্টোবর মাদ্রাজ থেকে জাহাজ ছেড়ে ইংরেজ বাহিনী বাংলার দিকে রওনা দেয় এবং পরে তারা ফলতা অঞ্চলে এসে পৌঁছায়। কলকাতা পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে ইংরেজরা কূটনীতির পথও খোলা রাখে। মাদ্রাজ কাউন্সিলের সভাপতি পিগট, আর্কটের নবাব এবং নিজাম সালাকত জং;এই তিনজনের পক্ষ থেকে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে অনুরোধপত্র পাঠানো হয় যাতে ইংরেজদের আবার কলকাতায় বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে পরিস্থিতি দ্রুত যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ক্লাইভ খবর পেলেন যে কলকাতায় নবাবের সৈন্য খুব বেশি নেই এবং কামানগুলোও তেমন কার্যকর নয়। এই সুযোগ কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

ফলতা থেকে ইংরেজ বাহিনী নেমে ময়দাপুর হয়ে বজবজের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে নবাবের বাহিনীর সঙ্গে। যুদ্ধের সময় নবাবের পক্ষের সেনাপতি রাজা মানিকচাঁদের হাতির হাওদার পাশ দিয়ে একটি গোলা উড়ে গেলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যান। ফলে বজবজ দুর্গ খুব সহজেই ইংরেজদের হাতে চলে আসে। এরপর ইংরেজরা ধীরে ধীরে কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

কলকাতা জয়ের পরই হুগলী লুঠ! ইংরেজদের এই সাহস এলো কোথা থেকে? নবাবের সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ অনেক মানুষের সঙ্গেই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগেই গোপন যোগাযোগ ছিল। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, পরে যখন ইংরেজরা বাংলার ক্ষমতা দখল করে, তখন তারা রাজা মানিক চাঁদের ছেলেকে চাকরি দেয়। পাদ্রী জেমস লঙ তাঁর বইয়ে লিখেছেন; রাজা মানিকচাঁদ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ইংরেজ কোম্পানিকে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাই অনেকের ধারণা, নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সরানোর ষড়যন্ত্রে রাজা মানিকচাঁদও জড়িত ছিলেন। সিরাজ পরাজিত হলেন।

পিছিয়ে পড়া ধনতন্ত্রকে চাঙ্গা করতেই কী যুদ্ধ শুরু হচ্ছে?

অতনু হুই

পিছিয়ে পরা ধনতন্ত্র জয়ের লক্ষ্যেই আজকে যুদ্ধে মরিয়া। এমন ধারনা করা হয় উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অপরাজেয় করে তুলেছে। এর উপর বর্তমানে ইন্টারনেট নির্ভরতা, অ্যাপস প্ল্যাটফর্ম, রোবটিক্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি ক্রম আবিষ্কার ও ব্যপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। একে কেন্দ্র করে ধনতন্ত্রের এক দুর্দমনীয় শক্তির ঘেরাটোপে অসহায়ত্বের পৃথিবীতে দিন গুজরান করতে হবে, ভেবে বসেছেন বৃহৎ অংশের মানুষ। এমন ধারনা করা হয় পুঁজিবাদের এই বিশ্বযাত্রাকে ঠেকানো সম্ভব নয়। পৃথিবীর দেশে দেশে বিপ্লবী শক্তির একাংশকে এর পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের মতাদর্শ ও ভাবনা বদলে নিতে দেখা যায়। প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের মধ্যে এভাবে জন্ম নেয় নানাবিধ হীনমন্যতা ও পরাজিতের বোধ। পুঁজির এই ভয়াবহ চেহারা কথা এবং তা থেকে মুক্তির দিশা আজ থেকে বহুদিন আগে ১৮৪৮ সালে, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ‘কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার’ প্রকাশ করে বলে গেছেন। ১৮৬৭ সালে ক্যাপিটাল গ্রন্থ প্রকাশিত হলে এ বিষয়ে মার্কসবাদী ধারনাগুলি আরো স্পষ্ট হয়েছে। প্রায় ২০০ বছর আগে তাঁদের সেই ভাবনা আজও জীবন্ত ও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং কার্যকরী রয়েছে, আজকের পুঁজির বিশ্ব যাত্রা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। সমাজ পরিবর্তনের কর্মীদের কাজ তাই মার্কসবাদের যথাযথ অনুশীলন ও তার নির্যাসকে সম্যক উপলব্ধি করে প্রয়োগিক দিকে যত্নবান হওয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের যবনিকা পাতের পরে (১৯৯১) ফ্রান্সিস ফুকুওয়ামা ‘এন্ড অফ হিস্ট্রি’ তত্ত্বের অবতারনা করেন।তার নিরিখে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া মার্কসবাদের মৃত্যদন্ড কার্যত ঘোষনা করে দেয়। ভাবা হয়েছিল উদারীকরণের নামে অশ্বমেধের ঘোড়ায় ধনতন্ত্রের বিজয়রথ ছোটানো সম্ভব হবে। চাওয়া হয়েছিল মার্কসবাদী মতাদর্শকে শূন্য করে, দুনিয়ায় সকল প্রান্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে।

মনে রাখতে হবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নতুন শ্রেনীর যেমন জন্ম হয়েছে,

তেমনি প্রতিদিন নতুন নতুন শোষনের ক্ষেত্রগুলি উন্মোচিত হয়েছে। যার হাত ধরে নতুন নতুন সংগ্রামের ক্ষেত্রগুলি পুরাতন লড়াইকে ছাপিয়ে গড়ে উঠেছে। আর এখানেই পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্বের প্রকটতা প্রকাশিত হয়। এই অমীমাংশিত দ্বন্দ্বের সমাপ্তি সম্ভব হবে পূর্বতন ব্যবস্থা হিসাবে ধনতন্ত্রের কবরের উপর নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণের মধ্যে দিয়ে।

তাই দেখা যায় ২০০৮ সালের পর থেকে পুঁজিবাদী দুনিয়া আর্থিক সংকটের স্হায়ী কাঠামো অতিক্রম করতে পারেনি। নতুন করে তাই আওয়াজ উঠেছে ‘ ব্যাক টু মার্কস’। আসলে আধুনিক পুঁজিবাদ উৎপাদনের উপকরণগুলির ক্রমবিকাশ না ঘটিয়ে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। সমাজ বিকাশের নিয়মে আগের সমস্ত ব্যবস্থার চেয়ে বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা বেশি উৎপাদনশীল, বেশি উন্নত,বেশি প্রযুক্তি নির্ভর, তেমনি বেশি বেশিশ ধ্বংসাত্মকও বটে। মার্কসের পুঁজি গ্রন্থের পাদটীকায় টি জে ডানিং বলেছেন - মুনাফার জন্য পুঁজি পারেনা এমন কোন কাজ নেই। এমন কোন ঝুঁকি নাই যে সে নেবে না। প্রয়োজনে পুঁজি তার মালিককে পর্যন্ত ফাঁসিতে লটকাতে কসুর করবে না। এতে পুঁজির কদর্য চেহারাটাই উন্মোচিত হয়। আজকের ধনবাদী ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা, বাজার, প্রযুক্তি, মুনাফার অনিশ্চয়তার কারনে পুঁজি ক্রমশ জাতীয় গন্ডী ভেঙে আন্তর্জাতিক, ফিনান্স ক্যাপিটাল থেকে ক্রোনি ক্যাপিটালে রুপান্তরিত হয়েছে। ফলে পুরাতন বাজারের স্থানে নিয়েছে নতুন বাজার। পুরনো চাহিদা বাতিল হয়ে নতুন নতুন চাহিদা তৈরি করা হয়েছে। আর এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্হার অন্তরবিরোধ। যা বুর্জোয়া প্রতিটি সিস্টেমের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অধিক উৎপাদন, অধিক প্রযুক্তি নির্ভরতা, অধিক বাজার নির্ভরতা কার্যত তাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে। তখন সে বাধ্য হয় রক্ষণশীলতার নীতি গ্রহণ করতে। সবকিছুকে একতরফা নিয়ন্ত্রণ করতে। পুঁজির বিশ্ববিজয় যাত্রার সামনে শ্রম ও পুঁজির নতুন নানাবিধ দ্বন্দ্বগুলি তখন পুঁজিবাদী বিপুল অগ্রগতির সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে। তাতেই ধনতন্ত্র নিজের খোঁড়া কবরে চাপা পরে। কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারের ছত্রেছত্রে সেই কথাগুলি আজও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে পুঁজিবাদী দেশগুলি পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির উপর তার সংকটের বোঝা চাপিয়ে পরিত্রাণ পেতে চায়। তৃতীয় বিশ্ব ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সস্তা শ্রমের বাজার, মহামূল্য প্রাকৃতিক সম্পদকে গ্রাস করে। সংকুচিত করে গণতান্ত্রিক পরিমন্ডল। প্রয়োজনে স্বৈরাচারী পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের শোষনের কারবার চালতে থাকে। মার্কস ‘প্রিমিটিভ ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশানের’ যে কথা ধনতন্ত্র সূচনা লগ্নে সেদিন বলে গিয়ে ছিলেন আজও নতুন আঙ্গিকে তা জীবন্ত ভাবে প্রতিভাত হয়। কাজেই আজকের সময়ে অবাধ প্রাকৃতিক সম্পদ লুট, বলপূর্বক যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া, দেশে দেশ পুতুল সরকার তৈরি করা ব্যতীত তাদের রক্ষা পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। আধুনিকীকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের জৌলুশ ও ঢক্কানিনাদের আড়ালে আসলে ধনবাদী ব্যবস্থার কদর্য ধ্বংসের চেহারাই জেগে ওঠে। বিপুল সম্পদ সৃষ্টির বিপরীতে বিপুল অপচয়, বাজে খরচের মাধ্যমে পুঁজিকে ড্রেনেজ করে দেওয়া হয়। প্রতিটি আবিস্কার, প্রযুক্তির বিকাশ মুনাফার প্রয়োজনে উৎসাহিত করা হয় নতুবা গবেষণাগারেই তাকে হত্যা করা হয়। নিয়ন্ত্রণ, দমন চলতে থাকে ঝুঁকিকে আড়াল করতে। কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারে বর্ণিত ভূত দেখার কাল চলতেই থাকে আজ পর্যন্ত। ধনবাদী বিশ্বে বাজার একটা অপরিহার্য ব্যবস্থাপনা। বাজার ক্রিয়াশীল থাকে চাহিদার নিয়মে। তার মধ্যে থাকে চরম প্রতিযোগিতার নিয়ম। একদা আটের দশকে রোনাল্ড রেগন তাঁর (রেগোনিমিক্স) আর্থিক ভাবনায় বলেছিলেন- বাজার হবে অবাধ। তার উপর কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। সরকার বদল হবে নিয়মের বদল হবে না।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশ গ্রহণে জিডিপি বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করে

ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস অর্ধেক আকাশের লড়াই, পূর্ণ পৃথিবীর স্বপ্ন। ৮ মার্চ। দিনটি কেবল ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ নয়;এটি ইতিহাসের এক দীর্ঘ মিছিলের প্রতিধ্বনি। আন্তর্জাতিক নারী দিবস-এর সূত্রপাত বিশ শতকের শ্রমিক আন্দোলনের ভেতর থেকে। ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কে নারী শ্রমিকদের কাজের সময় কমানো ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলন, তার পরের বছর আমেরিকায় ন্যাশনাল উইমেন’স ডে;এইসব টুকরো ইতিহাস জুড়ে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রস্তাব রাখেন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নারীদের খাদ্য ও শান্তি-র দাবিতে ধর্মঘট;যার অভিঘাতে জারতন্ত্র কেঁপে ওঠে; ৮ মার্চকে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করা হয়। পরে ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় দিনটিকে। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট থিম থাকে; কখনও জেন্ডার ইকোয়ালিটি টুডে ফর এ সাস্টেনেবল্ টুমরো, কখনও তডিজিটাল- ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলোজি ফর জেন্ডার ইকোয়ালিটি;থিম বদলায়, কিন্তু প্রশ্ন একই অর্ধেক আকাশ কি এখনও সমান আলো পায়?

বিশ্বের নানা সময়ে নারীরা নিগ্রহ, বৈষম্য, ভোটাধিকার হীনতা, শিক্ষাবঞ্চনা;এইসবের বিরুদ্ধে লড়েছেন। ইংল্যান্ডের সুফ্রাজেট আন্দোলন থেকে লাতিন আমেরিকার ‘নি উনা মেনোস’, মধ্যপ্রাচ্যে শিক্ষার অধিকারের দাবি;এই লড়াইয়ের কাহিনি রক্তাক্ত, দীপ্তও। ভারতেও তার ব্যতিক্রম নেই। ঔপনিবেশিক যুগে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, বিধবা-অবস্থান;এসবের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল। স্বাধীনতার পরও নারীর নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ থেকেছে। ২০১২ সালের দিল্লির গণধর্ষণ;যা ‘নির্ভয়া’ নামে স্মরণীয়;দেশজুড়ে আইনি সংস্কারের দাবিকে তীব্র করে তোলে। পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বের প্রতি তিনজন নারীর একজন জীবনের কোনও না কোনও পর্যায়ে শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার। ভারতে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর লক্ষাধিক নারী-নিগ্রহের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়; গৃহ হিংসা, পণপ্রথা-জনিত নির্যাতন, যৌন অপরাধে। অভিযোগের সংখ্যাই শেষ কথা নয়; অগণিত ঘটনা অন্ধকারেই থেকে যায়।

অন্ধকারের মধ্যেও দীপশিখা জ্বলেছে। খেলাধুলায় মেরি কম, পি ভি সিন্ধু-তাঁরা কেবল পদক জেতেননি, মানসিকতার গন্ডিও ভেঙেছেন। বিজ্ঞানে মেরি কুরি থেকে শুরু করে ভারতের মহাকাশযাত্রায় কল্পনা চাওলা;নারীর মেধা যে সীমাহীন, তার প্রমাণ বহন করেন। সাহিত্যে টনি মরিসন, মহাশ্বেতা দেবী;কলমকে করেছেন প্রতিবাদের হাতিয়ার। সামরিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বায়ুসেনায় যুদ্ধবিমানের ককপিটে নারী পাইলট, সেনাবাহিনীতে স্থায়ী কমিশন;এ এক নতুন অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন;‘নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার / কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা?’; এ প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক। নজরুল ইসলাম উচ্চারণ করেছিলেন;‘বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর / অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।’ এই পংক্তি কেবল কাব্য নয়, সামাজিক সমীকরণের সারসংক্ষেপ। সভ্যতা একচোখা হয়ে থাকতে পারে না। পৃথিবী নামের গাড়িটির দুই চাকা;নারী ও পুরুষ। এক চাকা যদি হাওয়া-শূন্য থাকে, গন্তব্যে পৌঁছনো যায় না; বরং দুর্ঘটনা অনিবার্য। কর্মক্ষেত্রে নারী অংশগ্রহণে জিডিপির বৃদ্ধি।

তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ, কাঠগড়ায় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাবনি, ৮ মার্চঃ বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষে দলীয় পতাকা টাঙানো হচ্ছিল। সেই সময়ে তৃণমূল কর্মীদের উপরে আক্রমণ চালানোর অভিযোগে শুক্রবার গভীর রাতে বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ব্যাপক পুলিশি

অভিযান চালানো হয়। তবে অভিযুক্তদের কাউকেই বাড়িতে পায়নি পুলিশ। এই ঘটনায় মিথ্যা মামলা সাজানোর অভিযোগে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূলের পাল্টা দাবি, অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা না-হলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার কর্মসূচি ছিল। ওই দিন সকাল থেকে বারাবনির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তার প্রচারে নেমেছিলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, বারাবনির গৌরান্ডি এলাকায় দলীয় পতাকা টাঙানোর সময়ে দলের কর্মীদের উপরে চড়াও হন তৃণমূলের একদল কর্মী। বেধড়ক মারা হয় বিজেপি কর্মীদের। তবে পাল্টা মার দেওয়া হয় বিজেপির তরফেও। দু'পক্ষের বেশ কয়েক জন রক্তাক্তও হন। গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পরে তৃণমূলের তরফে রফিক খান নামে এক কর্মী বারাবনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা না হলে রুনাকুড়া ঘাট দিয়ে কোনও যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে পথ অবরোধ করেন একদল তৃণমূল সমর্থক। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশ বারাবনির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অভিযান চালায়। অভিযুক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, সাত জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে অভিযান চালিয়ে কাউকেই বাড়িতে পাওয়া যায়নি। এদিকে দলের কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ''বিজেপির কর্মীদের মারধর করা হলো, আবার তাঁদের নামে মিথ্যা মামলাও দেওয়া হলো। আমরা এর প্রতিবাদে জেলা জুড়ে তীব্র আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'' তৃণমূলের বারাবনি ব্লক সভাপতি অসিত সিংহ পাল্টা দাবি করেছেন, ''বহিরাগতদের নিয়ে এসে যথেচ্ছ গুন্ডামি করেছে বিজেপি। পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে হবে।''

বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডের আত্মীয়ের মৃত্যু ইসলামপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইসলামপুর, ৮ মার্চঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থানার ধনতলার ভাঙাপুল এলাকায় জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় বিহারের এক মহিলা-সহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে এই ঘটনায় দুই শিশু-সহ তিন জন আহত হয়েছেন। শিলিগুড়ি থেকে একটি পরিবার গাড়ি নিয়ে বিহারের পাটনায় যাচ্ছিলেন। ইসলামপুর থানার ধনতলার ভাঙাপুল এলাকায় জাতীয় সড়কে পৌঁছলে হঠাৎ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে। এতে ঘটনাস্থলেই এক মহিলার মৃত্যু হয় এবং গাড়িতে থাকা অন্যরা গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় বাসিন্দারা আহত দুই শিশু-সহ অন্যদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতদের মধ্যে ঋত্বিক সিংয়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা তাঁকে চিকিৎসার জন্য পাটনায় নিয়ে যান। চিকিৎসা চলাকালীন সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ঋত্বিক বিহারের ইনকাম ট্যাক্সের অফিসার ছিলেন। তিনি বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মঙ্গল পান্ডের আত্মীয়। দুর্ঘটনায় মৃত মহিলার নাম বৈষ্ণবী সিং (৩৫)। তিনি ঋত্বিকের স্ত্রী।

চাকরির আশায় সরকারি প্রকল্পে জমি দিয়েছিলেন কিন্তু কাজ পেলেন তৃণমূল নেতা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ৮ মার্চঃ প্রতিশ্রুতি ছিল জমি দিলে মিলবে দুজনের চাকরি, কিন্তু আদিবাসী দম্পতি জমিও হারালেন, মিলল না চাকরি, চাকরি মিলল তৃণমূল কর্মীর। অভিযোগ ঘিরে শোরগোল মালদহে। শনিবারই এই রাজ্যে আদিবাসীদের বঞ্চনা প্রতারণা নিয়ে সরব হয়েছেন রাষ্ট্রপতি। আর সেই বঞ্চনা আর প্রতারণার জ্বলন্ত উদাহরণ সামনে এল মালদহে। মালদহের এক আদিবাসী দম্পতি নিজেদের একমাত্র সম্বল ১০ কাঠা চাষের জমি তৃণমূলের নেতাদের প্রতিশ্রুতিতে দিয়েছিলেন পিএইচই-কে জলের ট্যাঙ্ক বসানোর জন্যে, পরিবর্তে তাঁদের চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু সেই জমি অধিগ্রহণ করে জলের ট্যাঙ্কি বসানো হলেও চাকরি দেওয়া দেওয়া হয়েছে কোনও এক তৃণমূল কর্মীকে। বঞ্চনার শিকার সেই দম্পতি। এবার তাঁদের অবস্থা, জমিও হারালেন, চাকরিও মিলল না। এই নিয়ে জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসন সর্বত্র অভিযোগ জানিয়েও বার বার দরবার করা হলেও কোনও লাভ হয় নি। অসহায় সেই দম্পতি এখন বলছেন, ''খাবো কি? আমরা কি রাস্তায় বাটি নিয়ে বসব?'' ঘটনা মালদহের হবিবপুর ব্লকের কানতুরকা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঘবপুর গুজিয়া গ্রামের। সাহেব বাস্কে তার পরিবারকে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে থাকেন। তার দশ কাটা জমি রয়েছে। ২০২৩ সালে তার জমিতে পিএইচই

জলের পাম্প বসাবে বলে স্থানীয় তৃণমূল নেতা কর্মীরা তাঁদের বোঝায় প্রতিশ্রুতি দেয় সেই জমি দিলে তাঁদের পরিবারের দুজনের চাকরি মিলবে। চাষের জমি গেলেও রোজগার অন্ন সংস্থানের অভাব হবে না। সেই প্রতিশ্রুতি মতো তাঁরা ট্যাঙ্কি বসানোর জন্যে একমাত্র সম্বল ১০ কাঠা জমি দান করেন। ট্যাঙ্কি বসানোও হয়ে যায়। চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। পরে তাঁরা জানতে পারেন, তাঁদের না দিয়ে তৃণমূলের এক সক্রিয় কর্মীকে সেই চাকরি দেওয়া হয়েছে। অথচ তিন বছর ধরে তাঁরা মালদা জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা প্রশাসনসহ সর্বত্র দরজায় দরজায় ঘুরে বেরিয়েছেন। প্রতারিত সোনালি হাঁসদা বলেন, ''আমাদের কাছে ২০২৩ সালে জায়গা চেয়েছিলেন। জায়গা ছেড়েছি, সেটা আমাদের চাষের জায়গা ছিল। তৃণমূলের নেতারা এসে আমাদের ভুল বুঝিয়েছিলেন, বলেছিলেন, জায়গা ছেড়ে দেন, চাকরি দেব। ট্যাঙ্কির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের এখনও পর্যন্ত কাজ দেয়নি। আমি রাজিনা মুর্মুর কাছে গিয়েছিলাম, উনি বলেছিলেন ডকুমেন্টস নিয়ে আসতে, আমাদের চাকরি দেবে। ১৫ দিন সময় চেয়েছিলেন।'' কিন্তু অভিযোগ, প্রায় এক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন তাঁদের ডাকা হয়নি, তাঁরা ফের যান। তখন তাঁদের জানানো হয়, তাঁদের জায়গায় কাজ পেয়ে গিয়েছেন অন্য তৃণমূল নেতা। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কিন্তু অসহায় ওই আদিবাসী পরিবারের এখন অন্ন সংস্থানের উপায় কী হবে তার উত্তর কারো কাছেই মেলেনি। হবিবপুরের বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মু বলেন, ''গ্রামের সহজ সরল মানুষ। তাঁকে প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। তিনি জায়গাটা দিয়েছিলেন কর্মসংস্থান হবে বলে। প্রতারিতরা তো বিভিন্ন দফতরে ঘুরেছেন, কিন্তু কোথাও চাকরি মেলেনি।''

OFFICE OF THE BHALUBASA GRAM PANCHAYAT
Vill-Bhalubasa P.O.-Kashidih, P.S.- Manbazar, Dist.- Purulia, Pin. -723131 (W.B.)

e-TENDER No: eNIT No. 06/2025-26/BhaGP dated-06/03/2026
E-TENDER are hereby invited by the Pradhan, Bhalubasa Gram Panchayat from the bonafide and eligible contractor for the various scheme of 15th FC Fund and PBG IBRD. Last Date of Submission of Bid (Online): **14/03/2026 upto 4.30 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **16/03/2026 upto 10:30 AM.** DETAILS OF SCHEME WILL ALSO BE AVAILABLE AT GP OFFICE and OFFICE NOTICE BOARD. Also on website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Pradhan**
Bhalubasa Gram Panchayat

ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রী, ডাস্টবিনে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না পেয়েও ফেরত দিলেন নির্মল বন্ধু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বসিরহাট, ৮ মার্চঃ বাড়িতে ক্যানসার আক্রান্ত স্ত্রী। তিনি বসিরহাট পৌরসভার একজন পৌরকর্মী। নির্মল বন্ধু। স্ত্রীর চিকিৎসা, সংসার চালাতে হিমশিম খান। এত টানাটানির মধ্যেও তাঁর সততায় দাগ পড়তে দিলেন না বসিরহাট পৌরসভার নির্মল বন্ধু দাউদ আলি শেখ। ডাস্টবিন থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না কুড়িয়ে পেয়েও ফেরত দিলেন গৃহবধূকে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে

থাকেন গৃহবধূ তাপসী বিশ্বাস। শনিবার সকালে নির্মল বন্ধু দাউদ আলি শেখ তাঁর বাড়িতে নোংরা আনতে যান। সেই সময় ওই গৃহবধূর মা ভুল করে নোংরার সঙ্গে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না ফেলে দেন। দাউদ আলি সেই নোংরা বসিরহাট পৌরসভার শুকনো বর্জ্য পৃথকীকরণ কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে ডাস্টবিন খুলতে দেখা যায় প্রায় ৩ ভরি সোনার অলংকার রয়েছে। ইমিটেশনের গয়না ভেবে সেগুলি আলাদা করে রাখেন দাউদ আলি। এদিকে, তাপসী বিশ্বাস সোনার গয়না হারিয়ে ভেঙে পড়েন। খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বিষয়টি জানতে পারেন নির্মল বন্ধু দাউদ আলি। তিনি গৃহবধূর বাড়িতে খবর দেন। তারপরই তাপসী বিশ্বাস বর্জ্য পৃথকীকরণ কেন্দ্রে যান। গয়নাগুলি চিহ্নিত করেন। তারপরই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় সোনার গয়নাগুলি। কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না ফেরত পেয়ে স্বস্তির শ্বাস নেন ওই গৃহবধূ। নির্মল বন্ধু দাউদ আলিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ''আমরা বাইরে গিয়েছিলাম। সোনার গয়না চুরির ভয়ে ক্যারিব্যাগে রেখে গিয়েছিলাম। মা জানত না। নোংরার সঙ্গে ওই ক্যারিব্যাগও ফেলে দিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, গয়না ফেরত পাব না। তবে এখনও সততার মানবিক মুখ আছে, তা দেখে আনঃন্দিত হলাম। আমি গয়না ফেরত পেয়ে খুশি। শুনেছি, তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। তাঁর সুস্থতা কামনা করি। যতটুকু পারি পাশে দাঁড়াব।'' বসিরহাট পৌরসভার নির্মল বন্ধু প্রকল্পের আধিকারিক তাপসী রায়চৌধুরীও দাউদ আলির প্রশংসা করলেন। সবাই যখন তাঁর প্রশংসা করছেন তখনও নির্বিকার দাউদ আলি শেখ। তিনি কোনও প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছেন বলে মনে করেন না। বললেন, ''আমি ভেবেছিলাম ইমিটেশনের গয়না। তারপর শুনলাম ওই দিদি কান্নাকাটি করছেন। এবং গয়নাগুলি সোনার। সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিলাম।'' তিনি বুঝিয়ে দিলেন, গয়না ফেরত দিয়ে কর্তব্যটুকু করেছেন। আশপাশের সবাই যখন তাঁর প্রশংসা করে চলেছেন, তখন ফের বাড়ি বাড়ি নোংরা সংগ্রহে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন দাউদ আলি।

পছন্দের ছেলের সঙ্গেই বিয়ের কথা সোমবার, আগের দিন হঠাৎই চরম সিদ্ধান্ত তরুণীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিপুর, ৮ মার্চঃ বিয়ের আগের দিন তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। সোমবার বিয়ে, রবিবার সকালে ঘর থেকে উদ্ধার হলো শীলা বিশ্বাস (১৮) নামে ওই তরুণীর দেহ। নদিয়ার শান্তিপুরের ঘটনা। পরিবারের দাবি, নিজেই পছন্দ করে পাত্র বেছেছেন শীলা। পাড়ারই ছেলে। বাড়ির লোকও অমত করেননি। হবু বরের সঙ্গে গিয়ে সমস্ত কেনাকাটাও করেছেন নিজেই। বিয়ের আগের দিন কী এমন হলো, যার জন্য এই ঘটনা, হতবাক সকলে। শান্তিপুর থানার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি শীলাদের। পরিবারের দাবি, মেয়ে যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তার সঙ্গেই বিয়ে ঠিক হয়। সোমবার ছিল বিয়ের তারিখ। দুই বাড়িতেই সমস্ত আয়োজন সারা। শুধু চার হাত এক হওয়ার অপেক্ষা। তার আগে কেন এমন ঘটনা, বুঝতে পারছেন না কেউ-ই। ঠাকুমার সঙ্গে এক ঘরে থাকত শীলা। রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে যান ঠাকুমা। এর পরেই এসে দেখেন নাতনির ঝুলন্ত দেহ। শান্তিপুর থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। শীলার বাবা ও দাদা জানান, বাড়িতে কোনও ঝামেলা হয়নি। রাতে যখন শুতে যান, সব কিছু স্বাভাবিকই ছিল। রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। হবু বর ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

বেঁধে রাখা হয়েছিল নেশামুক্তি কেন্দ্রে, রাতে যুবককে দেখে শিউরে উঠলেন সবাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৮ মার্চঃ এক সপ্তাহ আগেই নেশামুক্তি কেন্দ্রে এনে রাখা হয়েছিল। নেশামুক্তি কেন্দ্রে বেঁধে রাখা হত তাঁকে। আর সেখানেই অসমের ওই ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। আটক করা হয়েছে নেশামুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধারকে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল আলিপুরদুয়ারে। মৃত ব্যক্তির নাম আশরাফুল হক (৩৯)। তিনি অসমের সরকারি কর্মচারী ছিলেন। অসমের গোলকগঞ্জ জেলাশাসকের দফতরের কর্মী ছিলেন। কিন্তু, অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন। তাঁর মদের নেশা ছাড়াতেই পরিবারের লোকজন গত ১ মার্চ আলিপুরদুয়ার চৌপথি লাগোয়া একটি নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করেন। গতকাল রাতে নেশামুক্তি কেন্দ্রে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, মারধর করে আশরাফুল হককে মেরে ফেলা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির ভাই আনিসুর হক বলেন, ''দাদা মদের নেশায় আসক্ত ছিলেন। কিন্তু সুস্থ

ছিলেন। আমরা ১ মার্চ এখানে দাদাকে ভর্তি করি। দাদা, নিজে হেঁটেই নেশামুক্তি কেন্দ্রে ঢুকেছিলেন। ঘটনার দিন দুপুরেও নেশামুক্তি কেন্দ্রে ফোন করেছি। আমাদের বলা হয়, দাদা ভালো রয়েছেন। ওষুধ খাচ্ছেন। তারপর ভোরের দিকে আমাদের জানানো হয়, দাদার মৃত্যু হয়েছে। কেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা আমাদের জানানো হল না। দাদাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। আমি আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। সুস্থ মানুষ এভাবে আচমকা মারা যেতে পারেন না। আমরা ঘটনার তদন্ত দাবি করছি। ওর শরীরে মারধরের বিভিন্ন দাগ রয়েছে।'' এদিকে নেশামুক্তি কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা রাজদীপ পাল বলেন, ''আমরা কিছুই করিনি। এই সব রোগীদের বেঁধে রাখতে হয়। তাঁকেও বেঁধে রাখা হয়েছিল। আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাতে পাশের রোগী আমাদের জানান। আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই। তদন্ত হলে সব বেরিয়ে আসবে।'' অভিযোগ পাওয়ার পর রাজদীপ পালকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তারা।

উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক
আপকি উমিদ কা খাতা
একটি নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাংক

জোনাল অফিসঃ ২য় তল, ১৩৪এ, ফ্লোর পাটলিপুত্র কলোনি, পলিটেকনিক কলেজের বিপরীতে, পাটনা, বিহার-৮০০০১৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজি সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, উত্তর প্রদেশ-২২১ ১০৫

জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূলধন এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণটিকে অ-কার্যকর সম্পদ (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের ব্যাংককে প্রদত্ত তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় নোটিশ জারি করা হয়েছে, যে নীচে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতাদের তথ্যের উদ্দেশ্যে, এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাদের অবহিত করা হচ্ছে।

ক্রম. নং.	শাখার নাম	অ্যাকাউন্টের নাম	ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	এনপিএ তারিখ	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুসারে বকেয়া পরিমাণ
১	রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলকাতা	১৫৯২০৬০০০ ০০০৬০১৩	রাহুল আগরওয়াল পিতা-জগন্নাথ আগরওয়াল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকগ্রহীতা) রঞ্জিতা দাস আগরওয়াল স্বামী-রাহুল আগরওয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৩.০২.২০২৬	টাকা ২০৬০২৬৯৮.২৬/-
সম্পত্তির বিবরণঃ বাণিজ্যিক হলের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল যার আয়তন প্রায় ৩১৫২ বর্গফুট। সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি। কার্পেট এরিয়া হিসেবে পরিমাপ করা হয়েছে ২৫০১.৫৮৭ বর্গফুট। নিচতলায়, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, বিশিষ্ট কমপ্লেক্স নামে পরিচিত ভবন জি+৩ তলা ভবনটি প্রায় ০৯ কাঠা ১৫ ছটাক জমিতে নির্মিত এবং নির্মিত হয়েছে। এটি মৌজা- ভদ্রকালী, জেএল নং-৯, তৌজি নং- ৮০৪বি১-এ অবস্থিত। এটি আর.এস দাগ নং- ৭০৯, ৭০৯/১২৯০, ১২৯০-এ অবস্থিত। এল.আর দাগ নং- ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৭০-এর সাথে সম্পর্কিত। আর.এস খতিয়ান নং- ১৫৭১, ১৫৭৩-এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. খতিয়ান নং- ৩২২১, ৭০০৩, ৭০০৪, ৭০০৫, ৭০০৬, ৭০০৭, ৭০০৮, ৭০০৯, ৭০১০-এর সাথে সম্পর্কিত। উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার সীমানার মধ্যে, ৭ নং ওয়ার্ডের অধীনে, হোল্ডিং নং-১০/৫ দ্বারিকা জঙ্গল লেন, পোস্ট- ভদ্রকালী, কলকাতা- ৭১২২৩২ এ.ডি.এস.আর- সোদপুর থানা-উত্তরপাড়ার অধীনে, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১৩ দেখুন ২০২৫ সালের জন্য মূল বিক্রয় দলিল নং- ১৯০৩০১৯৮৫, বই নং ১ খণ্ড নম্বর- ১৯০৩ - ২০২৫, পৃষ্ঠা- ৭৯১৬৯ থেকে ৭৯১৯৩ পূর্ব দ্বারা আবদ্ধ সম্পত্তিঃ ৫ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ পশ্চিমঃ কমলয়া অ্যাপার্টমেন্ট উত্তরঃ শ্রী প্রদ্যুৎ কৃষ্ণ সাহার বাড়ি। দক্ষিণঃ ৩০ ফুট প্রশস্ত দ্বারিকা জঙ্গল লেন					
২	কলকাতা	১৫৪৮০৬০০০ ০০০৬১০৬	সুরঞ্জন মুখার্জী পিতা-মুকুল মুখার্জী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকগ্রহীতা) মৌমিতা মুখার্জী স্বামী-সুরঞ্জন মুখার্জী (সহ-ঋণগ্রহীতা) কৃষ্ণা দ্রোলিয়া স্বামী-সন্দীপ দ্রোলিয়া (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকগ্রহীতা)	০৩.০২.২০২৬	টাকা ১০২৪৪১১৮.০৮/-
সম্পত্তির বিবরণঃ একটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল, তৃতীয় তলায় ফ্ল্যাট নং ৩বি, উত্তর-পূর্ব দিকের পরিমাপ প্রায় ১০১০ বর্গফুট, আচ্ছাদিত এলাকা কমবেশি, একসাথে একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্থান সহ ১০০ বর্গফুট, নিচতলায় কমবেশি, ০৩ কাঠা এবং ০১ ছটাক জমির উপর নির্মিত এবং নির্মিত ২৫ বর্গফুট কমবেশি, কলকাতা পৌরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে প্রাঙ্গণ নং- ২০/৭এ, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা-৭০০০২৯ ওয়ার্ড নং-৮৫-এ অন্তর্ভুক্ত। কর্পোরেশন, পি.এস- গড়িয়াহাট, থানা- গড়িয়াহাট, এ.ডি.এস.আর- আলিপুর, মূল বিক্রয় দলিল নং- ১৬০৫০১৭২৬ দেখুন ২০২২ সালের বই নং ১ খণ্ড নম্বর- ১৬০৫ - ২০২৪, পৃষ্ঠা-৬০৮২৪ থেকে ৬০৮৬৫ পূর্ব দ্বারা আবদ্ধ সম্পত্তিঃ ৩০ মহানির্বাণ রোড পশ্চিমঃ প্রাঙ্গণ দ্বারা নং ২০৬ অশ্বিনী দত্ত রোড উত্তরঃ আংশিক প্রাঙ্গণ নং ১৩ এবং ১৬ পণ্ডিতিয়া রোড দক্ষিণঃ বিভক্ত এবং সীমানাযুক্ত দক্ষিণ দ্বারা প্রাঙ্গণের অংশ নং ২০৭এ অশ্বিনী দত্ত রোড এবং মূল রাস্তা থেকে ১৫ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ					
৩	কলকাতা	১৫৪৮০৫০০০ ০০০৬০৩৭	কালীপদ দাস পিতা-দুলাল চন্দ্র দাস (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকগ্রহীতা) সীমা দাস স্বামী-কালীপদ দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৩.০২.২০২৬	টাকা ২৫৯৮৭৯৬.৮৭/-
সম্পত্তির বিবরণঃ একটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত অংশ, যার তৃতীয় তলায় ফ্ল্যাট নং সি৩ রয়েছে। উত্তর-পূর্বমুখী কার্পেট এলাকা প্রায় ৫৭৫ বর্গফুট। এর মধ্যে রয়েছে ৭৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ভবন যার নাম 'ঘোষ অ্যাপার্টমেন্ট', যা ০৩ কাঠা এবং ০১ ছটাক জমির উপর নির্মিত এবং নির্মিত। এর মধ্যে রয়েছে - মৌজা- গোরুই, জে.এল. নং-১৬, আর.এস. নং-২১, আর.এস. খতিয়ান নং-১০৪, আর.এস. দাগ নং-৭৫৫, ১৬১৩, ১৯৭৩, থানা-দম দম, কলকাতা-৭০০০৬৫, দক্ষিণ দম দম পৌরসভার পৌর সীমানার মধ্যে। ওয়ার্ড নং-০৫, হোল্ডিং নং- ২৩/এ, মধুসূদন রোড, এ.ডি.এস.আর- কাশীপুর, দম দম, দেখুন মূল বিক্রয় দলিল নং- ১৫০৬০৯৩৮৫ ২০২৪ সালের জন্য বই নং ১ খণ্ড নম্বর- ১৫০৬ - ২০২৪, পৃষ্ঠা- ২৭৫৭৩৪ থেকে ২৭৫৭৫৭ পূর্ব দ্বারা আবদ্ধ সম্পত্তিঃ মিন্টু সরকারের বাড়ি পশ্চিমেঃ প্রফুল্ল বালা দাসের বাড়ি উত্তরেঃ ৮ ফুট প্রস্থে সাধারণ দক্ষিণে পথঃ জীবন রায়ের বাড়ি					
৪	কলকাতা	১৫৯২০৬০০০ ০০০৬০১১	কাজল দে পিতা-রোহিনী কান্ত দে (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকগ্রহীতা) নমিতা দে স্বামী-কাজল দে (সহ-ঋণগ্রহীতা)	০৩.০২.২০২৬	টাকা ১৬২৩০৭৭.২০/-
সম্পত্তির বিবরণঃ '২' নং ফ্ল্যাট সহ আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল, যার আয়তন প্রায় ৪৮৪ বর্গফুট। ভূগর্ভস্থ তলার উপর নির্মিত এবং নির্মিত জমিতে বা জমির উপর প্রায় ০৫ কাঠা ০৪ ছটাকের সমান হবে। কমবেশি মৌজা- দক্ষিণদারি, জেএল নং-২৮, আর.এস নং-২(জি.ডি ১), তৌজি নং-১২৯৮/২৮৩৩, আর.এস দাগ নং-৯৮৮, ৯৮৯, আর.এস খতিয়ান নং-৫৪২ এবং ৫৪৩ হোল্ডিং নং-৩৭ এর অধীনে দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সীমানার মধ্যে, হোল্ডিং নং- পূর্বে ৬০০ এখন ১০৯৯, প্রাঙ্গণ নং- ৬০০ থানা লেক টাউন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৪৮, এ.ডি.এস.আর-বিধাননগর, ১৯৯৮ সালের মূল বিক্রয় দলিল নং- ২২৮৫ দেখুন। , বই নং ১ খণ্ড সংখ্যা-৪৩, পৃষ্ঠা-১৪১-১৫২ সম্পত্তি পূর্ব দ্বারা আবদ্ধঃ ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা পশ্চিমেঃ প্লট নং বি দ্বারা উত্তরেঃ ১৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দক্ষিণেঃ শ্রী জে. ব্যানার্জীর জমি দ্বারা					

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতা এবং/অথবা তাদের জামিনদারদের (যেখানে প্রযোজ্য) ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অন্যথায় নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ধারা ১৩(২) এর অধীনে আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং প্রয়োগ (নিরাপত্তা) সুদ আইন, ২০০২ এর বিধান অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তারিখঃ ০৯.০৩.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা-
(অনুমোদিত অফিসার)
উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পেরিয়ে গিয়েছে দোল, পুরুলিয়ায় এখনও দেখা নেই পলাশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৮ মার্চঃ বসন্তের আগমন মানেই রংয়ের উৎসব। তবে পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে সেই ব্যাখ্যাটা একটু আলাদা ধরনের। এখানে ফাগুন আসে আগুনরঙা পলাশের উচ্ছলতা নিয়ে। দিগন্ত বিস্তৃত পলাশের শোভা দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকদের টেনে আনে এই জেলায়। কিন্তু সেই ছবিটাও এ বার যথেষ্ট বদলে গিয়েছে। দোল পেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেই অর্থে পলাশের দেখাই মেলেনি পুরুলিয়ায়। স্বঙ্গত কারণেই নিরাশ দোলের ছুটিতে পলাশে মোড়া পুরুলিয়ায় ঘুরতে আসা পর্যটকের দল। পাহাড় দেখতে নয়, শুধুমাত্র পলাশ ফুলের শোভা দেখতেই দোলের সময়ে এখানে ঘুরতে এসেছিলেন শিলিগুড়ির মানসী ঘোষ, জয়শ্রী চক্রবর্তীরা। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত পলাশের আগুন দেখতে পাননি তাঁরা। ''কিছু দিন পরে এলে সেই দৃশ্য দেখা যেত। তবে তখন তো আর ছুটি পাওয়া যায় না। তাই দোলের সময়েই এসেছিলাম এখানে। পরের বছর আগে থেকে সব খবর নিয়েই এখানে আসব,'' বলছেন জয়তী। একই বক্তব্য বর্ধমান থেকে আগত পায়েল দত্ত, শিবনারায়ণ হালদারদের। তাঁরা বলছেন, ''এই সময়টাতে পলাশের শোভা দেখতেই পুরুলিয়ায় আসা। সেটা না-দেখতে পেয়ে খারাপই লাগছে।'' কিন্তু এই বছরে তেমন ভাবে পলাশ ফুল ফুটল না কেন। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, কোনও কোনও বছর পলাশ অবশ্যই কম ফোটে। তবে পর্যটকদের জন্য আশার কথাই শুনিয়েছেন বাঘমুন্ডি লজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত

কুমার। তিনি বলছেন, ''পলাশ ফুল ফোটার সময় এখনও অনেকটাই বাকি। তাই আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চোখে পড়ার মতো পলাশ ফোটার আশা করাই যেতে পারে। আসলে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এ বার দোল অনেকটা এগিয়ে পড়েছিল। পলাশের সময় তখনও আসেনি। গরম পড়লেই পলাশ ফুল ফুটবে।'' একই বক্তব্য পুরুলিয়ার সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক সুব্রত রাহার। তিনি বলছেন, ''মাটিতে আর্দ্রতার পরিমাণ যদি বেশি থাকে, তা হলে তা পলাশ ফোটার ক্ষেত্রে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু গত বর্ষায় অন্য বারের তুলনায় পুরুলিয়ায় বৃষ্টির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি ছিল, তাই এখনও পর্যন্ত মাটিতে আর্দ্রতা রয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই পলাশের ফুল আসতে দেরি হচ্ছে।'' এ ছাড়াও সুব্রত আরও একটি কারণ দেখিয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন, শীতের স্থায়িত্ব দীর্ঘ হওয়ায় পলাশ ফুল ফুটতে দেরি হচ্ছে। তাঁর ব্যাখ্যা, 'পলাশ ফুল ফোটার জন্য যে উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়ার প্রয়োজন, সেই উষ্ণতা এখনও পর্যন্ত আবহাওয়ায় অমিল। ফলে ভরা বসন্তেও পুরুলিয়ায় অমিল পলাশ।'' তবে তিনি জানাচ্ছেন, ''প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আগে শিমূল ফুল ফোটে এবং তার ঝরার সময় হতেই পলাশ ফুটতে শুরু করে। বিগত কয়েক দিনে বেশ ভালো পরিমাণে শিমুল ফুল দেখা যাচ্ছে। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে পুরুলিয়া সেজে উঠবে তার পরিচিত পলাশের রংয়ে।''

NIQ, Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. **1.** Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement during the programme to be attended by VVIP in connection with Swearing in ceremony for Hon'ble Govenror to be scheduled on 12-03-2026 at Raj Bhaban, Kolkata." **[Job No. KIT/RW/152 of 25-26]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-116/KIT/Q of 25-26).** Bid Submission Closing: **11.03.2026 up to 03.00 PM. 2.** Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet service during the programme to be attended by VVIP in connection with Swearing in ceremony for Hon'ble Govenror to be scheduled on 12-03-2026 at Raj Bhaban, Kolkata." **[Job No. KIT/RW/153 of 25-26]. SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-117/KIT/Q of 25-26).** Bid Submission Closing: **11.03.2026 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.
Sd/- **Executive Engineer, PWD Kolkata IT Division**

Omkara Assets Reconstruction Pvt. Ltd.
সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি
০৭.০৩.২০২৬ তারিখের প্রকাশনার প্রেক্ষাপটে ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (ওএআরপিএল) কর্তৃক ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস (ইংরেজি) এবং দুরন্ত বার্তা (বাংলা) পত্রিকায় প্রকাশিত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে অভিষেক চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধক) কে ২০০২ সালের বিধি ৮(৬) এর অধীনে ৩০ দিনের মধ্যে বিক্রয়ের জন্য সংবিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি এবং সেখ বাকি বিল্লাহ (ঋণগ্রহীতা) কে ২০০২ সালের বিধি ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য সংবিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি হিসেবে ১৫ দিনের মধ্যে পড়ুন/বিচার করুন।
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৯-০৩-২০২৬।
স্বা/- অনুমোদিত কর্মকর্তা, ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (একজন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন) (ওমকারা পিএস২৬/২০২১-২২ ট্রাস্টের ট্রাস্টি)

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১-০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/68/EE-II/25-26, WB-HMC/NIT/ED/67/EE-II/25-26 তারিখঃ ০২.০৩.২০২৬
WB-HMC/NIT/ED/66/EE-II/25-26
এপিএএস স্কিমের অধীনে এইচএমসি এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ও লেন উন্নয়নের জন্য সহকারী প্রকৌশলী (সড়ক), এইচএমসি নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দক্ষ এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II বিভাগ/https://wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ ১৩.০৩.২০২৬ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যে কোনও আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩২০(১)/২৫-২৬
০৭.০৩.২৬
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সড়ক)
হাওড়া পৌরনিগম

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬-বিকশিত ভারতের ভিত্তি হিসাবে নারী শক্তি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতি বছর ৮ মার্চ পালন করা হয়। ২০২৬ সালের মূল প্রতিপাদ্য - অধিকার। ন্যায়বিচার। সকল নারী ও কন্যার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক গিভ টু গেইন অভিযানের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও উদারতার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভারতের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের জন্য উন্নয়ন থেকে নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন-এ পরিণত হয়েছে, যেখানে নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ভারতের সংবিধান আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে, যার ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীদের সমান অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি শক্তিশালী পরিবেশ তৈরি করছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী, উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ গড়ে তোলার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমষ্টিগত কণ্ঠ থেকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-পরিবর্তন খুব কম ক্ষেত্রেই হঠাৎ করে দৃশ্যমানভাবে আসে। অধিকাংশ সময় তা শুরু হয় নীরব দৃঢ়তা দিয়ে - পরিস্থিতির আরোপিত সীমাবদ্ধতা মেনে না নেওয়ার সংকল্প দিয়ে। নারীর অধিকার আন্দোলনের ইতিহাসও সেই পথেই গড়ে উঠেছে। কারখানার মেঝে থেকে শুরু করে সমাজের বৈঠক এবং জনসমাবেশ - বিভিন্ন জায়গায় নারীদের কণ্ঠ শুধু প্রতিবাদ নয়, আশার বার্তাও তুলে ধরেছে।

প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারীর অধিকার ও সমতার দীর্ঘ যাত্রার স্মারক হিসেবে বিবেচিত হয়। কেন ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালিত হয়-বিংশ শতকের শুরুতে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলন থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সূচনা। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিবসকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় নারীরা রুটি ও শান্তি-র দাবিতে ধর্মঘট করেন। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের ২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৮ মার্চের সঙ্গে মিলে যায়।বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি, নারীর অধিকার ও অংশগ্রহণের পক্ষে বিশ্বব্যাপী সমর্থন জোরদার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস অতীতের সংগ্রামের প্রতিফলন যেমন, তেমনি এটি একটি আহ্বানও - যাতে দেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতীকী উদযাপনের সীমা অতিক্রম করে ন্যায়, সমতা ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬-এর প্রতিপাদ্য-রাষ্ট্রসংঘ ২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করছে অধিকার। ন্যায়বিচার। সকল নারী ও কন্যার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ - এই প্রতিপাদ্য নিয়ে। এই উপলক্ষে নারীর অধিকারকে শক্তিশালী করা, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং বিশ্বব্যাপী লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ব্যবস্থার বিভিন্ন সংস্থা বিশ্বজুড়ে নানা কর্মসূচি ও আলোচনা আয়োজন করছে। ইউরোপে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক কার্যালযের উদ্যোগেও নীতি নির্ধারক, বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে নারীর অধিকার ও অংশগ্রহণকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নীতি ও উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করছেন। ভারতের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে নারীশক্তি-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবর্তনের সূচনা প্রায়শই এমন জায়গা থেকেই হয়, যা খুব কমই শিরোনামে আসে - একটি গ্রামের বৈঠকে যখন কোনো নারী প্রথমবার নিজের মত প্রকাশ করেন, একটি ছোট উদ্যোগ যখন রান্নাঘর থেকে বাজারে পৌঁছে যায়, অথবা কোনো শ্রেণীকক্ষে কোনো কন্যা যখন নিজের ভবিষ্যকে নতুনভাবে কল্পনা করে। একটি একটি মুহূর্ত হয়তো সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু এই সব মুহূর্ত একত্রে ভারতের উন্নয়নের কাহিনীতে একটি বড় পরিবর্তনের সূচনা করছে। দীর্ঘ সময় ধরে নারীদের জন্য খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং মৌলিক পরিষেবার সুযোগ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রয়াস নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি গড়ে তোলে।আজ সেই ধারনা আরও বিস্তৃত হয়ে নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন-এ রূপ নিয়েছে। এতে নারীদের কেবল উপভোক্তা নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির চালিকাশক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে কর্মসূচি-আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে দেশব্যাপী উদযাপনের অংশ হিসেবে নয়াদিল্লিতে বিভিন্ন স্মারক কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।প্রধান কর্মসূচিগুলি নিম্নরূপ -আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬,৮ মার্চ ২০২৬ । নয়াদিল্লি, শক্তি ওয়াক-She-LeadsBharat পথঃ কর্তব্য পথ (ইন্ডিয়া গেট থেকে বিজয় চক পর্যন্ত)এই পদযাত্রায় সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নারীরা অংশ নেবেন। নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের এক দশককে স্মরণ করে এই পদযাত্রা ভারতের নারীদের প্রতীকী অগ্রযাত্রা হিসেবে উদযাপিত হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন,স্থানঃ মানেকশ সেন্টার অডিটোরিয়াম। ভারতের রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানে প্রশাসন, বিজ্ঞান, উদ্যোগ, নিরাপত্তা, শিল্পকলা এবং তৃণমূল নেতৃত্বের ক্ষেত্রের কৃতী নারীরা অংশ নেবেন। বিকশিত ভারত২০৪৭ গঠনের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী শক্তির কেন্দ্রীয় ভূমিকা তুলে ধরা হবে। অধিকার নিশ্চিতকরণ,জাতীয় মহিলা কমিশন। ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে সরকার এই আইনসিদ্ধ সংস্থাটি গঠন করে। নারীদের জন্য সংবিধান ও আইনে প্রদত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করা, প্রয়োজন অনুযায়ী আইন সংশোধনের সুপারিশ করা ইত্যাদি এই সংস্থার মূল দায়িত্ব। ভারতে লিঙ্গ সমতার প্রতিশ্রুতি সংবিধানগত কাঠামোর মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান আইনের দৃষ্টিতে সমতা নিশ্চিত করে এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে।

১৯৯০-এর দশক থেকে ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়.- নারীদের কেবল সুরক্ষামূলক নীতির সুবিধাভোগী হিসাবে দেখার পরিবর্তে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। লিঙ্গ সমতা সমর্থনকারী সাংবিধানিক রীতি-সংবিধানের প্রস্তাবনা, মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিতে লিঙ্গ সমতার নীতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৫ ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করে এবং নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ১৬ সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করে। অনুচ্ছেদ ৩৯ নারী ও পুরুষের জন্য সমান জীবিকা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। অনুচ্ছেদ ৪২ঃ মাতৃত্বকালীন সহায়তা এবং মানবিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। অনুচ্ছেদ ২৪৩ ঃপঞ্চায়েত ও পৌর সংস্থায় সরাসরি নির্বাচিত আসনের এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। ভারতীয় গণতন্ত্রে নারীর সমান কণ্ঠ-স্বাধীনতার সময় থেকেই ভারতে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার চালু করা হয়। ফলে প্রজাতন্ত্রের সূচনা থেকেই নারী ও পুরুষ সমান ভোটাধিকার পেয়েছেন।

যখন বহু দেশ তখনও নারীদের ভোটাধিকারের বিষয়ে বিতর্ক করছিল, তখন ভারতের সংবিধান নারীদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সমান অংশীদার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।

ভারতে নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের কাহিনী দেশের অসংখ্য নারীর দৈনন্দিন সাফল্যের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালনা, উদ্যোগ গড়ে তোলা, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং স্থানীয় প্রশাসনে অংশগ্রহণ - এই সমস্ত ক্ষেত্রেই নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এই অগ্রযাত্রা ভারতের উন্নয়নের পরিসরে একটি বৃহত্তর পরিবর্তনের প্রতিফলন। ভারত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার, সমাজ এবং জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে নারীদের ভূমিকা ক্রমশ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

১৮,০০০-এরও বেশি জনৌষধি কেন্দ্র কম মূল্যে জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করছে

৮ মার্চঃ মূল বিষয়সমূহ-১৮,০০০-এরও বেশি জনৌষধি কেন্দ্র ৫০-৮০ কম মূল্যে মানসম্মত জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করছে। সরকার ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে ২৫,০০০ কেন্দ্র খোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যা ফ্র্যাঞ্চাইজি মডেলের মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে। নারী, তফশিলি জাতিউপজাতি , দিব্যাঙ্গজন এবং প্রাক্তন সেনানিদের জনৌষধি কেন্দ্র স্থাপনে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়ক হচ্ছে। মাত্র ১ টাকায় 'জনৌষধি সুবিধা' স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং 'সুগম' মোবাইল অ্যাপের মতো উদ্যোগগুলি ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবায় ডিজিটাল প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করেছে। ভূমিকা-অত্যন্ত কম মূল্যে মানসম্মত জেনেরিক ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাকে সাশ্রয়ী করতে গুপ্বক্কখগু চালু করা হয়েছিল। যেহেতু ব্যক্তিগত খরচের একটি বড় অংশই ওষুধের পেছনে ব্যয় হয়, তাই এই প্রকল্পটি ব্র্যান্ডেড এবং ব্র্যান্ড-বহির্ভূত ওষুধের মূল্যের পার্থক্য দূর করার পাশাপাশি, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের জোগান নিশ্চিত করে। জনৌষধি সপ্তাহ ২০২৬

দেশব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচারের অংশ হিসেবে ' সপ্তাহ ২০২৬' পালিত হচ্ছে, যা ৭ মার্চ অষ্টম ' দিবস'-এর উদযাপনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। সাশ্রযী জেনেরিক ওষুধ এবং জনৌষধি কেঃন্দ্রর সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বা।।তে ভারতজুড়ে ২৫০টিরও বেশি স্থানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ওষুধের গুণমান নিশ্চিতকরণ-PMBJP-র আওতায় সরবরাহ করা ওষুধগুলি কেবলমাত্র সেইসব প্রস্তুতকারকদের থেকে নেওয়া হয় যারা WHO-GMP মানদণ্ড মেনে চলে। বিতরণের আগে প্রতিটি ব্যাচ NABL-স্বীকৃত ল্যাবরেটরিতে কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়, যা ওষুধের গুণমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

শিক্ষার নতুন দিগন্ত, অশোকনগর নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো এডুকেটরস মিট ২০২৬। শিক্ষাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে ৪ বছরের ডিগ্রী কোর্সের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।
ছবি- আশিস কুমার ঘোষ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া ৮ই মার্চঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর প্রমুখ।অপরদিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সমাজের কৃতি নারীদের সংবর্ধিত করল হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের আমতা থানা। রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমতা থানায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে সমাজের পাঁচজন কৃতি মহিলাকে সম্মানিত করা হয়। পাশাপাশি, মহিলা কনস্টেবল ও মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারদেরও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমতার সিআই দীপজ্জ্বল

ভৌমিক, আমতা থানার ওসি মফিজুল আলম সহ অন্যান্যরা। গড় চুমুক টিটিপির পক্ষ থেকেও পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস। রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৫৮ গেটে প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলে হাঁটলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিলা নেত্রী , হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস,অপর্ণা দোলুই প্রমুখ।

ফেব্রুয়ারি মাসে ১১৯১টি রেক আনলোড করে মালবাহী প্রদর্শন অব্যাহত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৭ মার্চঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ তার শক্তিশালী মালবাহী কর্ম প্রদর্শন অব্যাহত পরিচালনাগত নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত হয়। এই সময়কালে মালবাহী পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর রেক আনলোড করা হয়, যার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রী উভয়

রেখেছে, যার ফলে মাল আনলোডিং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধারাবাহিক বৃদ্ধি প্রদর্শন করেছে। এই মাসে মোট ১,১৯১টি মালবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে, যা আগের বছরের একই মাসে ১১৩৭টি রেকের তুলনায় ৪.৭ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাসজুড়ে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্ট , কয়লা এবং অন্যান্য সামগ্রী সহ বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল জিনিসপত্রর সুগম পরিবহন নিশ্চিত করেছে। এই কনসাইনমেন্ট গুলি তার এখতিয়ারের বিভিন্ন গুডস শেডে দক্ষতার সাথে হ্যান্ডেল করা হয়, যার ফলে সময়মত সরবরাহ এবং পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে সরবরাহ করা হয়। অসমে ৬৫৫টি রেক আনলোড করা হয়, যার মধ্যে ৩০৮টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল, যা পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এবং দৈনন্দিন ভোক্তাদের চাহিদা পূরণে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতিফলন।। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৮৫টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৭টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৯টি রেক, মণিপুরে ১৬টি রেক, মেঘালয়ে ১টি রেক ও মিজোরামে ৭টি করে রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২২২টি পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ১৭৯টি ধরণের জিনিসপত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা আন্ত ঃআঞ্চলিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে আরও শক্তিশালী করেছে। প্রয়োজনীয় পণ্য এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পণ্যের পরিবহন, অঞ্চলজুড়ে জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সমর্থন করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফিল্ড পর্যায়ের ইউনিটগুলির তিঘ্ন পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য টার্নঅ্যারাউন্ড সময় এবং আনলোডিং দক্ষতা উন্নত করেছে, যার ফলে নির্ভরযোগ্য মালবাহী পরিবহন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূনর্ব্যক্ত করে।

চারিদিকে মাথার সারি, বিজয়ের সঙ্গে জনতার সাগর রিষড়ার রাস্তায়

প্রীতম সাধুখাঁ, হুগলী, ৮ মার্চঃ গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও এসআইআর-এর প্রতিবাদে রিষড়ায় তৃণমূলের বিশাল মিছিল, নেতৃত্বে পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও এসআইআর ইস্যুকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হলো তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার রিষড়ায় তৃণমূলের উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। রিষ।ার বাগখাল থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি ওয়েলিংটন গেট পর্যন্ত যায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রিষড়া পুরসভার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, সিআইসি সদস্য এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।মিছিল চলাকালীন কেঃদ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গ্যাসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ জানানো হয়।

NAME CHANGE
I, Bitasta Sarkar (Old Name) W/o Gouranga Mohan Sarkar Residing at 20/1A/21, Paddapukur Road, P.o - Regnet Estate, District - Kolkata, Pin - 700092, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Bitasta Sarkar Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-03-2026. Bitasta Sarkar (Old Name) and Bitasta Sarkar Das (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Santosh Mondal (Old Name) S/o Fatik Chandra Mandal Residing at 1A/Build-C/Tridhara Appt, 20/D, P.K Guha Road, P.o - Dum Dum, District - North 24 Parganas, Pin - 700028, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Santosh Kumar Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-02-2026. Santosh Mondal (Old Name) and Santosh Kumar Mandal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Santinath Bhabataran Paul (Old Name) S/o Bhabataran Paul Residing at Lalapara, Andul Station Road, Jhorehat, District - Howrah, Pin - 711302, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Santinath Paul (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-03-2026. Santinath Bhabataran Paul (Old Name) and Santinath Paul (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Bikash Roy residing at Vill Ashoknagar Kalyangarh, P.S. Ashoknagar, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Bikash Roy to Bikash Kumar Roy and henceforth I shall be known as Bikash Kumar Roy in all purpose vide affidavit No.6603 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 27/2/2026. Bikash Kumar Roy and Bikash Roy both are one and same identical person.

NAME CHANGE
I, Desangana Mondal (Old Name) wife of Arabinda Mandal Resident of,47/2, Dhirendra Nath Chatterjee Road, Baranagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-700035. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Deshangana Mandal (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07.03.2026.That Desangana Mondal (Old Name) and Deshangana Mandal (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Nurnabi mahammad Mandal (old name) S/o- Sahadat Hosen residing at Dhaparia, Matchpota, Nakashipara, Dist-Nadia, Pin-741124 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NURNABI MAHAMMAD MANDAL to NURNABI MOHAMMAD MOSTAFA MONDAL and henceforth I shall be known as NURNABI MOHAMMAD MOSTAFA MONDAL(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 06/03/2026. NURNABI MAHAMMAD MANDAL (old name) and NURNABI MOHAMMAD MOSTAFA MONDAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Anguri Bibi (Old Name) W/O–Aktar Ali Sekh resident of Vill & Po-Jhitkipota , Ps-Kotwali , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741102 do hereby declared that I have changed my name from Anguri Bibi to Anguri Sekh and henceforth I shall be known as Anguri Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/03/2026. My name Anguri Sekh & Anguri Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Fazlul Haque (old name) S/o- Saidur Rahaman residing at Uttarpara More, Radharghat , Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742187 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD FAJLUL HAQUE to FAJLUL HAQUE and henceforth I shall be known as FAJLUL HAQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 05/03/2026. MD FAJLUL HAQUE (old name) and FAJLUL HAQUE (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Surabuddin Sk (old name) S/o-Jan Ali Shaikh residing at Khajuri, Nawdapara, Ghateswar, Dhubulia, Dist-Nadia, Pin-741154 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SURABUDDIN SK to SURABADDIN SHAIKH and henceforth I shall be known as SURABADDIN SHAIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 06/03/2026. SURABUDDIN SK (old name) and SURABADDIN SHAIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Ahamad Sk (old name) S/o-Ali Seikh residing at Derpara, Saktipur, Saktipur, Dist-Murshidabad, Pin-742163 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AHAMAD SK to AHAMMED SEIKH and henceforth I shall be known as AHAMMED SEIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 06/03/2026. AHAMAD SK (old name) and AHAMMED SEIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sonali Bachhar (Old Name) W/O–Joy Krishna Bachhar resident of Vill-Kamargaria , Po-Humaniapota , Ps- Gangnapur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741238 do hereby declared that I have changed my name from Sonali Bachhar to Sona Bachhar and henceforth I shall be known as Sona Bachhar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/03/2026. My name Sona Bachhar & Sonali Bachhar both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Monirul Islam Sk (old name) S/o-Surabaddin Shaikh residing at Khajuri, Nawdapara, Ghateswar, Dhubulia, Dist-Nadia, Pin-741154 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MONIRUL ISLAM SK to MONIRUL ISLAM SHAIKH and henceforth I shall be known as MONIRUL ISLAM SHAIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 06/03/2026. MONIRUL ISLAM SK (old name) and MONIRUL ISLAM SHAIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Riajul Islam (Old Name) S/O–Mafiraddin residing at Vill-Uttar Shankarpur , PO-Dalimgaon , PS-Kaliyaganj , Uttar Dinajpur, West Bengal 733129 do hereby declared that I have changed my name from Riajul Islam to Riyajul Islam and henceforth I shall be known as Riyajul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/03/2026. My name Riyajul Islam & Riajul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Rubi Begam (Old Name) W/O–Alamgir Hossain residing at Vill-Dharmadanga , PO-Bewa , PS-Farakka , Murshidabad, West Bengal 742212 do hereby declared that I have changed my name from Rubi Begam to Rubi Begum and henceforth I shall be known as Rubi Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/03/2026. My name Rubi Begum & Rubi Begam both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Taslim Sk (Old Name) S/O-Pepul Sk residing at Vill-Sahapur , PO-Kamari , PS-Kaliganj , Nadia , West Bengal 741137 do hereby declared that I have changed my name from Md Taslim Sk to Taslim Sk and henceforth I shall be known as Taslim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/03/2026. My name Taslim Sk & Md Taslim Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Saidul Rahaman (Old Name) S/O–Imajuddin Sk resident of Vill-Mokampara , Po-Nowdapanur , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742102 do hereby declared that I have changed my name from Saidul Rahaman to Saidur Rahaman and henceforth I shall be known as Saidur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 02/03/2026. My name Saidur Rahaman & Saidul Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Md Motiur Rahaman (Old Name) S/O-Taslim Sk residing at Vill-Sahapur , PO-Kamari , PS-Kaliganj , Nadia , West Bengal 741137 do hereby declared that I have changed my name from Md Motiur Rahaman to Motiur Rahaman and henceforth I shall be known as Motiur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 06/03/2026. My name Motiur Rahaman & Md Motiur Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Nurun Nabi (Old Name) S/O–Nur Mohammad Biswas resident of Vill & Po-Amtala , Ps-Nowda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Nurun Nabi to Nurun Nabi Biswas and henceforth I shall be known as Nurun Nabi Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/12/2025. My name Nurun Nabi Biswas & Nurun Nabi both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Salina Bibi (Old Name) W/O–Manoyar Sk residing at Vill-Udaychandpur Dhala , PO-Jibanti , PS-Kandi , Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Salina Bibi to Selina Bibi and henceforth I shall be known as Selina Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/03/2026. My name Selina Bibi & Salina Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Debasis Karmakar (Old Name) S/o Niranjan Karmakar Residing at Vill - Dakshin Gobindakati, P.o - Shridharkati, Basirhat - 743439, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Debasish Karmakar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-03-2026. Debasis Karmakar (Old Name) and Debasish Karmakar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SAYMA BEGUM(Old Name) W/o Sk Jahir Abbas Residing at Vill. Unsari, Dakshin Para, P.O.-Andul-Mouri, P.S. Jagacha, Dist.Howrah, Pin-711302 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as SAYMA BEGUM SK (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah vide Affidavit Dated 25-02-2026. SAYMA BEGUM SK and SAYMA BEGUM both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SAYMA BEGUM(Old Name) W/o Sk Jahir Abbas Residing at Vill. Unsari, Dakshin Para, P.O.-Andul-Mouri, P.S. Jagacha, Dist.Howrah, Pin-711302 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as SAYMA BEGUM SK (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah vide Affidavit Dated 25-02-2026. SAYMA BEGUM SK and SAYMA BEGUM both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Kartik Ghorai (Old Name) S/o Gobinda Ghodai Residing at Jalpai, P.o - Dhanyaghar, Nandakumar, District - Purba Medinipur, Pin - 721643, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Kartickchandra Ghorai (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 02-03-2026. Kartik Ghorai (Old Name) and Kartickchandra Ghorai (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Nirmal Kumar Mondal S/o Nityananda Mondal Residing at Chandpur, Shaldanga, Panagar, District - Barddhaman, Pin- 713420, West Bengal India, that my minor son who previously known as Ashveek Mondal (Old Name) shall henceforth be known as Aashvik Das Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 06-03-2026. I declare that my minor son Ashveek Mondal (Old Name) and Aashvik Das Mondal (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Subrata Mandal (Old Name) S/o Shambhu Mandal Residing at Chunari, Vtc - Bathangachhi, P.o - Bathangachi, District - Nadia, Pin - 741507, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Subrata Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-03-2026. Subrata Mandal (Old Name) and Subrata Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sadhan Ganai (old name) son of Late Gobarddhan Ganai, residing at Vill: Kachharipara, P.O & P.S – Saktipur, Dist: Murshidabad, Pin: 742163, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sadhan Kumar Ganai (new name) as declared before the Notary Public at City Civil Court, Kolkata, vide affidavit no. 41, dated 02/03/2026. Sadhan Ganai (old name) and Sadhan Kumar Ganai (new name) both are same and one identical person.

টোটো ও ই-রিকশা নিয়ন্ত্রণে স্পষ্ট নীতিমালার দাবি বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ রাজ্যে টোটো ও ই-রিকশার মালিকানা এবং পরিচালনা নিয়ে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরির দাবি জানালেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এ বিষয়ে তিনি রাজ্যের পরিবহণসচিব সৌমিত্র মোহনকে একটি চিঠি লিখে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করেছেন। তাঁর দাবি, উত্তরবঙ্গ-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহর, মফস্‌সল এবং গ্রামীণ এলাকায় গত কয়েক বছরে টোটো ও ই-রিকশার সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। এই যানবাহন বর্তমানে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠলেও, এর মালিকানা এবং পরিচালনা নিয়ে স্পষ্ট নিয়ম না থাকায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। শঙ্কর ঘোষ তাঁর চিঠিতে বলেন, রাজ্যের বহু মানুষের জীবিকা আজ টোটো ও ই-রিকশার উপর নির্ভরশীল। স্বল্প খরচে সহজে যাতায়াতের সুযোগ তৈরি করায় এই যানবাহনগুলি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ছোট শহর, শহরতলি এবং গ্রামীণ অঞ্চলে যেখানে গণপরিবহণের সুযোগ সীমিত, সেখানে টোটো ও ই-রিকশা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এই দ্রুত বিস্তারের ফলে কিছু জটিল পরিস্থিতিও তৈরি হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। বিধায়কের দাবি, বর্তমানে এমন বহু ঘটনা দেখা যাচ্ছে যেখানে একজন ব্যক্তি একাধিক টোটো বা ই-রিকশার মালিক হচ্ছেন এবং সেই গাড়িগুলি অন্য চালকদের দিয়ে চালানো হচ্ছে। এর ফলে প্রকৃত চালকরা অনেক ক্ষেত্রে ভাড়াটে শ্রমিকের মতো কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং তাঁদের আয়ের একটি বড় অংশ গাড়ির মালিকের কাছে চলে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি প্রকৃত টোটোচালকদের জীবিকাকে অনিশ্চিত করে তুলছে বলে তিনি মনে করেন। শঙ্কর ঘোষ আরও উল্লেখ করেন, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে টোটোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে শহর ও শহরতলিতে যানজটের সমস্যাও বাড়ছে। অনেক এলাকায় নির্দিষ্ট রুট বা স্ট্যান্ড ছাড়াই টোটো চলাচল করছে, যার ফলে রাস্তার শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে। একই সঙ্গে কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যার সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, যদি এখনই বিষয়টি নিয়ে সুস্পষ্ট নীতি তৈরি না করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের পরিবহণ দফতরকে দ্রুত হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। চিঠিতে শঙ্কর ঘোষ প্রস্তাব দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ কতগুলি টোটো বা ই-রিকশার মালিক হতে পারবেন, সেই বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তাঁর মতে, এমন একটি সীমা নির্ধারণ করা হলে একাধিক গাড়ির মালিকানার প্রবণতা কমবে এবং প্রকৃত চালকেরাই গাড়ির মালিক হওয়ার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, নিবন্ধিত মালিক নিজেই যেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গাড়ি চালান- এমন একটি বিধান বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে করে টোটো চালকদের প্রকৃত আয় নিশ্চিত হবে এবং তাঁদের জীবিকা আরও সুরক্ষিত হবে বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, এই ধরনের ব্যবস্থা চালু হলে একদিকে যেমন চালকদের স্বার্থ রক্ষা পাবে, অন্যদিকে পরিবহণ ব্যবস্থার উপরও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সহজ হবে। শঙ্কর ঘোষ আরও বলেন, এই বিষয়ে একটি বাস্তবসম্মত নীতিমালা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামত নেওয়া জরুরি। টোটো মালিকদের সংগঠন, স্থানীয় প্রশাসন, পরিবহণ দফতরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমন্বিত সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। এতে করে নীতি প্রণয়নের সময় মাঠপর্যায়ের সমস্যাগুলিও বিবেচনায় আনা সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন, ' এবং ই-রিকশার জন্য আমাদের সুস্পষ্ট নীতি তৈরি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে কে কত সংখ্যায় ওই ধরনের গাড়ি কিনছেন, তার উপরেও পরিবহণ দফতরের নজর রয়েছে। যদি কোনও ক্ষেত্রে নতুন কোনও নিয়ম নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে তা অবশ্যই বিবেচনা করা হবে।''এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা এবং টোটোচালকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, দ্রুত বাড়তে থাকা এই পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল রাখতে একটি স্পষ্ট এবং কার্যকর নীতিমালা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এখন দেখার বিষয়, পরিবহণ দফতর বিষয়টি নিয়ে ভবিষ্যতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৫ বছর পর ফের রাজ্যের নিরাপত্তা হারালেন হুমায়ুন

মিঠুন হালদারঃ দীর্ঘ প্রায় ৫ বছর পর ফের রাজ্যের দেওয়া নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে হারালেন 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সাসপেন্ডের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির কেন্দ্ররীয় বাহিনীর সুরক্ষা পাওয়ার পর থেকেই হুমায়ুন কবীরকে দেওয়া রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা রক্ষীরা আর ডিউটির জন্য 'রিপোর্ট' করছে না বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর নিজেও। তিনি বলেন,গত ৪ মার্চ কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রকের তরফ থেকে আমাকে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। সেদিন থেকেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আমাকে দেওয়া দু'জন সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষীকে তুলে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা আর ডিউটিতে যোগদান করছেন না। তবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আমার সুরক্ষার জন্য যে দু'জন সশস্ত্র কনস্টেবল নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের 'ডিপারচারে' আমি সই করিনি। প্রসঙ্গত সম্পত্তি কেঃদ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা চেয়ে জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে হুমায়ুনকে নিরাপত্তা দেওয়ার সরাসরি কোনও নির্দেশ দেননি। এরপর হুমায়ুন কবীর কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অধীনস্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে নিজের নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি লিখেন। তৃণমূলের অভিযোগ,বিজেপির সঙ্গে গোপনে হুমায়ুনের 'সেটিং' থাকায় দ্রুত তাঁর জন্য ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা বরাদ্দ হয়। গত ৪ মার্চ থেকে হুমায়ুন কবীরের নিরাপত্তার জন্য সিআইএসএফের দু'জন অফিসার, একজন হাবিলদার এবং ৯ জন ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। কেঃদ্রীয় বাহিনীর সুরক্ষা পাওয়ার আগে হুমায়ুন কবীরের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তিনজন সশস্ত্র কনস্টেবল মোতায়েন করা ছিল। এক কনস্টেবলকে ছুটি দেওয়া নিয়ে গন্ডগোলের জেরে হুমায়ুনের নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা কমে ২ জন হয়। তিনি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সুরক্ষা পাওয়ার পর এবার সেই সংখ্যা শূন্যে গিয়ে নামল। পুলিশ সূত্রের খবর , হুমায়ুনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার পরই তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের সরানো হয়েছে। হুমায়ুন জানান,বামেদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই করার কারণে আমার জীবনহানীর আশঙ্কা থাকায় ২০০৭ সালে আমি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। সেই সময় থেকেই আমি রাজ্য সরকারের দেওয়া নিরাপত্তার রক্ষী পাই। তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেওয়ার পর ২০১২ সালে হুমায়ুন কবীরের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তার চাদর বরাদ্দ হয়। সেই সময় তাঁর সঙ্গে রাজ্য সরকারের একজন পুলিশ অফিসার সহ ১০ জন ফোর্স মোতায়েন থাকতো। তবে দল বিরোধী কাজে যুক্ত থাকায় ২০১৫ সালে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর ওই বছর ২৬ ফেব্রুয়ারি হুমায়ুনের সমস্ত নিরাপত্তা রক্ষী রাজ্য সরকার তুলে নিয়েছিল। তৃণমূল বিধায়ক হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ২০২১ সালের ১৭ মে হুমায়ুন ফের একবার রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা রক্ষীদের ফিরে পান। হুমায়ূন বলেন, ২০১৫ - ২০২১ সাল পর্যন্ত আমাকে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী নিয়ে ঘুরতে হয়েছে। হুমায়ুনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করায় একবার বিতর্কও তৈরি হয়। হুমায়ুন জানান, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে আমার এবং ছেলের নামে ইস্যু করা মোট চারটি আগ্নেয়াস্ত্রের সর্বভারতীয় লাইসেন্স রয়েছে। এর পাশাপাশি বর্তমানে আমি ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাচ্ছি। আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ আধিকারিকেরা আমাকে জানিয়েছেন তাঁদের কাছে তথ্য রয়েছে আমার নিরাপত্তায় রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা রক্ষীরাও বহাল থাকবে। হঠাৎ করে যেভাবে রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষীদের তুলে নেওয়া হয়েছে সেটা অনভিপ্রেত। গোটা বিষয়টি তাঁরা সিআইএসএফ-এর ডিজিকে জানাচ্ছেন।

অন্যদিকে হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজনৈতিক দলের নাম পরিবর্তনের কাজ এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। দলের নাম 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' করতে চেয়ে একটি বাংলা এবং ইংরেজি সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে এবং কেউ 'অবজেকশন' জানায়নি। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে ইতিমধ্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার তথ্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হুমায়ুন জানান, রবিবার রাতে রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের 'ফুল বেঞ্চ' আসছে। আমরা আশাবাদী 'ফুল বেঞ্চ' দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার পরই আমাদের দলের প্রতীক কী হবে তা নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে।

বিয়ের আগের দিন শান্তিপুরে তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, শোকস্তব্ধ পরিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ৮ মার্চ ঃ নদিয়ার শান্তিপুরে বিয়ের আগের দিন এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সোমবার ছিল তাঁর বিয়ের দিন। সেই উপলক্ষ্যে বা।তে বিয়ের যাবতীয় প্রস্তুতিও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগের দিন রবিবার সকালে আচমকাই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। নিজের ঘরের মধ্যেই গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার হয় তরুণীর দেহ। মৃতার নাম শীলা বিশ্বাস, বয়স মাত্র ১৮ বছর। এই ঘটনার পর শোকস্তব্ধ পরিবার ও প্রতিবেশীরা। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুর থানার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিঃদা শীলা বিশ্বাসের সঙ্গে এলাকারই এক যুবকের দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল। ধীরে ধীরে সেই পরিচয় সম্পর্কের দিকে এগোয়। দুই পরিবারের পক্ষ থেকেও এই সম্পর্কের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি ছিল না। বরং দুই পরিবারই তাঁদের বিয়েতে সম্মতি জানায়। এরপরই দুই পরিবারের উদ্যোগে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়।

সোমবার তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। পরিবারের সদস্যদের কথায় জানা গেছে, শীলা এই বিয়ে নিয়ে খুবই উসাহী ছিলেন। বিয়ের কেনাকাটাও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হবু বরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাজার ও অন্যান্য প্রস্তুতিও করেছিলেন বলে জানা গেছে। বিয়ের আয়োজন উপলক্ষ্যে বাড়িতে প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল এবং আত্মীয়স্বজনদেরও খবর দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। গোটা বাড়ি জুড়ে ছিল বিয়ের আনন্দমুখর পরিবেশ।

এই পরিস্থিতিতেই রবিবার সকালে ঘটে যায় সেই মর্মান্তিক ঘটনা। পরিবারের দাবি, শীলা তাঁর ঠাকুমার সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন। শনিবার রাতেও তিনি ঠাকুমার সঙ্গেই ঘুমিয়েছিলেন। পরিবারের সদস্যদের মতে, সেদিন রাতে তাঁর আচরণে কোনও অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়নি। তিনি স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমোতে গিয়েছিলেন। রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু সময়ের জন্য ঘরের বাইরে যান শীলার ঠাকুমা। সেই সময় ঘরে একাই ছিলেন শীলা। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুমা ঘরে ফিরে এসে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পান। ঘরের ভেতরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছিলেন শীলা। এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কে চিকার করে ওঠেন বৃদ্ধা। তাঁর আর্তনাদ শুনে পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং প্রতিবেশীরা দ্রুত সেখানে ছুটে আসেন। এরপরই খবর দেওয়া হয় শান্তিপুর থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাদারিহাটের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আইএফএস-এ সাফল্য দীপায়ন দাসের, ১১ এপ্রিল থেকে ভুবনেশ্বরে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, অলিপুরদুয়ার, ৮ মার্চ ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার দক্ষিণ মাদারিহাটের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে আইএফএস (ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস) পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করলেন দীপায়ন দাস। তাঁর এই কৃতিত্বে খুশির হাওয়া বইছে পরিবার, বিদ্যালয় এবং গোটা এলাকাজুড়ে। আগামী ১১ এপ্রিল তিনি ওড়িশার ভুবনেশ্বরে প্রশিক্ষণ নিতে রওনা দেবেন। দীর্ঘ অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলে জানিয়েছেন দীপায়ন। দীপায়ন জানান, তিনি ২০২৪ সালে আইএফএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি ও মেইন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরে উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশিত হলেও প্রশিক্ষণের নির্দিষ্ট দিন তখন জানানো হয়নি। সেই তালিকায় তাঁর নাম ছিল ১০৯ নম্বরে। সম্প্রতি তাঁকে প্রশিক্ষণের দিন জানানো হয়েছে। আগামী ১১ এপ্রিল থেকে ভুবনেশ্বরে তাঁর প্রশিক্ষণ শুরু হবে বলে তিনি জানান। এবার রাজ্য থেকে দীপায়ন ছাড়াও কালিম্পংয়ের আরও একজন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফলে রাজ্যের তরফে দু'জন এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছেন। দক্ষিণ

মাদারিহাটের মতো প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আইএফএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনা এলাকাবাসীর কাছে বিশেষ গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে। দীপায়নের এই সাফল্যে অত্যন্ত খুশি তাঁর বাবা মদনমোহন দাস। ছেলের এই অর্জন নিয়ে তিনি গর্ব প্রকাশ করেছেন। তবে আবেগঘন কণ্ঠে দীপায়ন বলেন, ' আমার মা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন।'দীপায়নের শিক্ষাজীবনের শুরু হয়েছিল মাদারিহাট ব্লিস নার্সারি স্কুলে। ওই বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষক স্বপন দত্ত এই সাফল্যের খবর পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ' অত্যন্ত খুশির খবর। মাদারিহাট থেকে এই প্রথম একজন আইএফএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর থেকে খুশির খবর আর কিছু হতে পারে না। গ্রামের ছেলেও যে আইএফএস অফিসার হতে পারে দীপায়ন তার উদাহরণ।' মাদারিহাট উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অরূপ মিত্রও দীপায়নের এই সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ' দীপায়নের জন্য গর্বিত। ওর বাবা আমাদের বিদ্যালযের করণিক ছিলেন।' দীপায়নের স্ত্রী শ্রীলেখা দাসও স্বামীর এই কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষক ও এলাকাবাসীর শুভেচ্ছায় আপ্লুত দীপায়ন এখন ভবিষ্যতের দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। তাঁর এই সাফল্য নিঃসন্দেহে এলাকার বহু ছাত্রছাত্রীকে বড় স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

স্কুটি বা সাইকেলের সঙ্গে ছুটছে ওদের স্বপ্নও, এ যুগের 'ডেলিভারি গার্ল

৮ মার্চ ঃ হোয়াটসঅ্যাপ মিলিয়ে হাতে হাতে টিফিন বক্স ভরে স্কুটির এক্সেলেটরে চাপ বা অর্ডার মতো নানা সামগ্রী নিয়ে সাইকেলের বেল বাজিয়ে পথে। স্কুটি বা সাইকেলের সঙ্গে ছুটছে ওদের স্বপ্নও। হাজার প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার লড়াইয়ে আজ দৃষ্টান্ত আসানসোল ও জামুড়িয়ার দুই কন্যা। পূজা আর ঝিলিক।চোখে স্বচ্ছলতার স্বপ্ন আর কাঁধে পরিবারের দায়ভার। বাড়ি থেকে তিন চার কিলোমিটার দূরেও সাইকেলে করে অর্ডার মাফিক খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন আসানসোল মহীশীলা কলোনির তিন নম্বর এলাকার পূজা রজক। আসানসোলের কলেজ ছাত্রী। দিন-দরিদ্র পরিবারে মা-বাবাকে আর্থিক সাহায্যের জন্য রোজগারের পথে নেমেছেন। নিজের পড়াশোনার খরচ জোগা। করতে তিনি এখন ডেলিভারি গার্ল। পূজা বলেন, প্রতিদিন আসানসোলের বি বি কলেজের ক্লাস সামলে চাহিদামতো খাবার জোগান দিচ্ছি। খুব একটা অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে সংসার আর্থিক পরিস্থিতি সামাল দিতে রানিগঞ্জে এখন ' গার্ল' ঝিলিক রুইদাস।

গঙ্গার তীরে নবজাগরণ ' ভারত' প্রকল্পে সেজে উঠছে ঐতিহ্যের বালি স্টেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ গঙ্গার পলিমাখা বাতাস আর শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে যে শহরের সকাল হয়, সেই বালির মুকুটে এবার যুক্ত হতে চলেছে আধুনিকতার এক নতুন পালক। ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত ' ভারত স্টেশন স্কিম'-এর হাত ধরে নবরূপে ধরা দিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের বালি স্টেশন। দীর্ঘদিনের জীর্ণতা সরিয়ে এক আধুনিক, ঝকঝকে এবং নান্দনিক রূপ পেতে চলেছে হাওড়া জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগস্থলটি। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য এবং আধুনিক পরিকাঠামো নিশ্চিত করতে এই স্টেশনের পুনর্গঠন ও সৌন্দর্যায়নের জন্য ফুট ওভারব্রিজের খরচ সহ আনুমানিক ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এককালে এই শহর ছিল টোল ও সংস্কৃত চর্চার প্রাণকেন্দ্র। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শহরজুরে আধুনিক স্কুল-কলেজ হলেও, বালির ঘরে ঘরে আজও বজায় আছে সেই শাস্ত্রীয় আভিজাত্য এবং শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে গঙ্গার ঘাটে কার্তিক পুজো- বালির প্রতিটি উসবে আজও সেই পুরনো বনেদিয়ানা আর পাড়ার আড্ডার ছোঁয়া পাওয়া যায়, যা যান্ত্রিক শহরের ভিড়ে প্রায় অনেকটাই বিলুপ্তির পথে। নিবেদিতা সেতুর আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাশেই যখন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্মৃতিধন্য ঘাটগুলো শান্তভাবে দাঁ।য়ে থাকে, তখন মনে হয় আধুনিকতা আর সাবেকিয়ানা এখানে দুই সহোদরের মতো হাত ধরে চলছে। পর্যটকদের কাছে বালির প্রধান আকর্ষণ তার শান্ত গঙ্গা এবং সুপ্রাচীন ঘাটগুলো। বালি ঘাট স্টেশন- এই রেলপথটি পর্যটকদের সরাসরি পৌঁছে দেয় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ঠিক ওপারে। পর্যটন শিল্পে রেলের ভূমিকা এখানে অপরিসীম, কারণ কলকাতা বা শহরতলির মানুষ যখনই একটু আধ্যাত্মিক শান্তি খোঁজেন, তাদের প্রথম পছ ন্দ হয় বালি-বেলুড় বা আদ্যাপীঠ যার মূল মেরুদণ্ডই হলো এই রেলপথ। বালির ভৌগোলিক অবস্থান একে হাওড়া ও কলকাতার এক অবিচ্ছেদ্য সংযোগস্থলে পরিণত করেছে। বিবেকানন্দ সেতু (বালি ব্রিজ) এবং নিবেদিতা সেতু- এই দুই জোড়া স্তম্ভ এই দুই শহরের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে। রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে বালি এক অনন্য মাইলফলক। লোহার সমান্তরাল ছন্দে গাঁথা বালি, বালি ঘাট আর রাজচন্দ্রপুর যেন এক জাদুকরী জংশন, যা বাংলার এই প্রাচীন জনপদকে উত্তর ভারতের হিমাচল থেকে দক্ষিণ ভারতের

সাগরতীরের সঙ্গে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে। শিয়ালদহ এবং হাও।া- দুই মূল শাখার সংযোগকারী এই স্টেশন এতদিন আধুনিকীকরণের দিক থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও, নতুন প্রকল্পে এর ভোল বদলে যাচ্ছে আমূল। বালি স্টেশনে যাত্রীদের যাতায়াত আরও সুগম ও আরামদায়ক করতে একগুচ্ছ নতুন পরিষেবা যুক্ত করা হচ্ছে। স্টেশনের বহিরাবরণ অর্থা ' তৈরি হবে বালির ঐতিহ্যকে মাথায় রেখেই যেখানে আধুনিক কাঠামোর মাঝেও ফুটে উঠবে বাংলার ধ্রুপদী স্থাপত্যের ছোঁয়া। স্টেশনে ঢোকার মুখেই চোখে প।বে প্রশস্ত রাস্তা, সুসজ্জিত বাগান এবং আলোকসজ্জা, যা ট্রেনের ক্লান্ত যাত্রীদের মনে এক পশলা স্বস্তি এনে দেবে। বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য স্টেশনটিকে সম্পূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে, তারই অঙ্গ হিসেবে বয়স্ক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য থাকছে নতুন লিফট এবং এসকালেটর। এছারাও হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য থাকছে নিচু উচ্চতার টিকিট কাউন্টার। দৃষ্টিহীন যাত্রীদের চলাচলের সুবিধার জন্য স্টেশনে বসানো হচ্ছে ট্যাকটাইল পাথওয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে থাকছে ব্রেইল ম্যাপ। স্টেশনের ভেতরে বসানো হচ্ছে অত্যাধুনিক ইনফরমেশন ডিসপ্লে বোর্ড, যাতে ট্রেনের গতিবিধি বুঝতে যাত্রীদের কোনো অসুবিধে না হয়। যাত্রীদের জরুরি তথ্যের জন্য থাকছে অত্যাধুনিক হেল্প বুথ। পাশাপাশি প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্টেশনের এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্য প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য প্রশস্ত আধুনিক ফুট ওভার ব্রিজ। স্টেশনের প্রতিটি কোণায় স্পষ্ট সাইনেজ এবং আধুনিক ইন্ডিকেটর বোর্ড লাগানো হচ্ছে, যাতে যাত্রীরা সহজেই গন্তব্য এবং ট্রেনের অবস্থান বুঝতে পারেন। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুরো স্টেশন চত্বর মুড়ে ফেলা হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। বসানো হচ্ছে উন্নত মানের সাউন্ড সিস্টেম এবং এমার্জেন্সি কল পয়েন্ট। প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়েটিং হলকে সুসজ্জিত করার জন্য থাকছে আরামদায়ক ও টেকসই আসবাবপত্র। বালি চিরকালই তার সংস্কৃতির জন্য গর্বিত। আধুনিক রেল স্টেশনটি যখন পূর্ণ রূপ পাবে, তখন তা হবে উত্তর কলকাতার প্রবেশপথে এক অনন্য ল্যান্ডমার্ক। ইতিহাসের ধুলোমাখা বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে বালি এখন পা রাখছে স্মার্ট প্রযুক্তির যুগে। গঙ্গার ঘাটে বসা সেই পুরনো বালি আর ট্রেনের ঝকাঝম মেশানো আধুনিক বালি- এই দুইয়ের সহাবস্থানই হবে অমৃত ভারত প্রকল্পের সার্থকতা। ভারতের রেল ব্যবস্থা বর্তমানে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে যেমন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এর মত আধুনিক ট্রেনগুলো সারা দেশে রেল ভ্রমণে নতুন শক্তি সঞ্চার করছে, অন্যদিকে রেলের পরিকাঠামোও দ্রুত গতিতে শক্তিশালী করা হচ্ছে। নতুন রেললাইন স্থাপন, স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করা, বিদ্যুতায়নের বিস্তার এবং স্টেশন পুনর্‌উন্নয়নের মতো কাজগুলো মিশন মোডে পরিচালিত হচ্ছে। অধিকন্তু, ভারতীয় রেল ১০০ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্য অর্জনেও নির্ণায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় দেশজুড়ে ১৩০০-রও বেশি রেলওয়ে স্টেশন আধুনিক রূপে পুনর্‌উন্নত করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ১০১টি রেলওয়ে স্টেশন পুর্নউন্নত করা হচ্ছে।

আসছে পিতা ও পুত্রের মানবিক ছবি ডেভিড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত হল নতুন বাংলা ছবি ডেভিডএর ট্রেলার লঞ্চ। এই নতুন ছবির গল্পটি বাবা ও ছেলের মধ্যে ভালোবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক নিয়ে। ছেলেটি ছোটবেলা থেকেই কোমায় ছিল, তার সাথে দেখা হওয়া এক দুর্ঘটনার কারণে। প্রেমময় বাবা ছেলের কষ্টের কারণে যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারেননি। তাই তিনি তার যন্ত্রণা কাটিয়ে ওঠার জন্য ভুল পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ছবিটি অ্যাকশন, সাসপেন্স এবং থ্রিলারের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি গভীর মানবিক পারিবারিক সম্পর্কের গল্প যেখানে একজন প্রেমময় মানুষ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ কে ওয়াই ডি র ব্যানারে নির্মিত বাংলা ছবি ডেভিড এর কমল নন্দীর প্রযোজনায় ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন হীরক। চরিত্রাভিনয়ে....শিবানী সংহিতা ,কমল নন্দী, প্রকাশ রাই , সঙ্গীতে অনিমেষ,সম্পাদনায় অভিজিৎ মালো,ও সহকারী

রেশমী,চঞ্চল দাস, পিটার, কল্লোল বসু, তিযাশা, দেবী ও অনামিকা সহ আরোও অনেকে। ডেভিডের চিত্রগ্রহণে অনিরুদ্ধ মন্ডল, শিল্পনির্দেশনায় ডেভিড। ছবির কোরিওগ্রাফার রয়েছেন সনু,আবহ পরিচালনায় রাজদীপ । অপূর্ব কুমার ব্যানার্জীর সঙ্গীতে ছবির গানগুলি গেয়েছেন ইন্দ্রনীল ও অনন্যা। রঞ্জন ভট্টাচার্যের বিশ্ব পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে মার্চ মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে।

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE SHARE CERTIFICATES NOS. 19364, 85573, 166510, 240939 FOR 1035 ORDINARY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 1/- EACH BEARING FOLIO NO 07/35085 AND DISTINCTIVE NOS.33088901-33089130, 2519972521-2519972635, 3859265068-3859265412, 8075080627-8075080971 AND CERTIFICATES NOS. 47770, 113988, 185631 FOR 16335 ORDINARY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 1/- EACH BEARING FOLIO NO 19/04697 AND DISTINCTIVE NOS. 80978031-80981660, 2543920016-2543921830, 3905716413-3905721857, 12078706949-12078712393 OF ITC LIMITED STANDING IN THE NAME OF MR. V B SANKANAGOUDAR HAVE BEEN REPORTED LOST AND THAT AN APPLICATION FOR ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATES IN RESPECT THEREOF HAS BEEN MADE TO THE COMPANY'S INVESTOR SERVICE CENTRE, ITC LIMITED VIRGINIA HOUSE 37, J L NEHRU ROAD, KOLKATA -700 071 TO WHOM OBJECTION, IF ANY, AGAINST ISSUANCE OF SUCH DUPLICATE SHARE CERTIFICATES SHOULD BE MADE WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE.

THE PUBLIC ARE CAUTIONED AGAINST DEALING IN ANY MANNER WITH THESE SHARES.

যত্ন অর্থনীতিঃ নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের কাঠামোগত ভিত্তি

শ্রীমতী অন্নপূর্ণাদেবী ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের সময়, আমরা কেবল সাফল্যই নয়, ভারতের নারীদের অদম্য চেতনাকেও সম্মান জানাই। ভারতের গল্প সর্বদা তার নারীদের শক্তি দ্বারা গঠিত হয়েছে, কেবল আইনসভা এবং বোর্ডরুমেই নয়, বরং ঘরবাড়ি, খামার, শ্রেণীকক্ষ এবং অসংখ্য শান্ত স্থানে যেখানে তারা আমাদের সমাজের নীরব স্তম্ভ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। আজ ভারতীয় নারীরা ভারতের রূপান্তরের অগ্রভাগে রয়েছেন - শিক্ষা, স্টেম, প্রতিরক্ষা এবং শাসনব্যবস্থায় এগিয়ে চলেছেন। যুদ্ধবিমান বিমানচালক থেকে তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেত্রী পর্যন্ত, প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই জাতীয় অগ্রগতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এই শক্তি একটি গভীর ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের মধ্যে নিহিত - সাবিত্রীবাঈ ফুলের মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রণী কাজকরা থেকে শুরু করে অহল্যাবাঈ হোলকরের করুণাময় শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত। আমাদের সভ্যতা শক্তিকে শ্রদ্ধা করে, প্রত্যেক নারীর মধ্যে লালন-পালন এবং নেতৃত্ব দেওয়ার শক্তি দেখে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, ভারত নারীদের কেবল সুবিধাভোগী হিসেবে দেখার বাইরে গিয়ে তাদের উন্নয়নযজ্ঞের নেত্রী এবং চালক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন এখন আর কেবল আকাঙ্ক্ষা নয় - এটি নীতি, শাসনব্যবস্থা এবং জাতীয় অগ্রাধিকারগুলিতে প্রতিফলিত হয়। প্রতিটি দৃশ্যমান সাফল্যের পিছনে একটি নীরব শক্তিও রয়েছে - দ্য কেয়ার ইকোনমি। মায়েরা ভোর হওয়ার আগে ঘুম থেকে উঠে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে পা রাখার আগে পর্যন্তনিজের পরিবারকে লালন-পালন করেন। স্ত্রী যিনি প্রতিকূলতার মুখেও তাঁর পরিবারকে স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে একত্রিত করেন। কন্যা যিনি সারা দিনের কাজের সঙ্গে রাতে বৃদ্ধ বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়ার ভারসাম্য বজায় রাখেন। এই শ্রমের বেশিরভাগই অপ্রতুল হয়ে গেছে, তবুও এটি আমাদের ঘরবাড়ি, আমাদের সম্প্রদায় এবং আমাদের জাতিকে নীরবে টিকিয়ে রাখে। এটি স্বীকার করে, সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হিসাবে যত্নের কাজকে মূল্যায়ন, সমর্থন এবং শক্তিশালী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতের মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ২০১৭-১৮ সালে ২৩.৩ থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৪১.৭ হয়েছে, যা নারীদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংস্থার প্রতিফলন। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বৃহত্তর কর্মশক্তি অংশগ্রহণ এবং শক্তিশালী যত্ন পরিষেবা মহিলাদের জন্য লক্ষ লক্ষ সুযোগ উন্মোচন করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, ২০২৬-২৭ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে যত্ন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ঐতিহাসিক বিনিয়োগে করা হয়েছে। নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের প্রতি মোদী সরকারের অটল প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে, জেন্ডার বাজেট প্রথমবারের মতো ৫ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। একটি সম্পূর্ণ-সরকার পদ্ধতির মাধ্যমে, ১.৫ লক্ষ যত্নশীলকে দক্ষতা অর্জন, কর্মরত মহিলা হোস্টেল সম্প্রসারণ, কাঠামোগত শৈশব যত্নের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে উন্নত করা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই পদক্ষেপগুলি একটি স্পষ্ট জাতীয় সংকল্পকে পুনর্ব্যক্ত করছে,যখন মহিলাদের সমর্থন করা হয়, তখন অর্থনীতি ত্বরান্বিত হয়। সামাজিক সুরক্ষা কোড এবং পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মপরিবেশ কোডের মতো আইনি সংস্কারগুলি ক্রেচ সুবিধা এবং কর্মী কল্যাণকে শক্তিশালী করছে, শিশু যত্নকে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং কর্মশক্তির অংশগ্রহণের একটি সক্রিয়কারী হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। ভারতের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশেরও বেশি নারী ও শিশু হওয়ায়, অ্যাক্সেসযোগ্য এবং মানসম্পন্ন শিশু যত্নে বিনিয়োগ প্রাথমিক বিকাশকে সমর্থন করে, মায়েদের আকাঙ্ক্ষাকে সক্ষম করে এবং একটি শক্তিশালী জাতীয় ভিত্তি তৈরি করে। দ্রুত নগরায়ন, অভিবাসন এবং একক পরিবারের উত্থান ঐতিহ্যবাহী সহায়তা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করছে। অনানুষ্ঠানিক কাঠামোর উপর চাপ তৈরি হওয়ায়, সহজলভ্য, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং মানসম্পন্ন শিশু যত্ন এবং পারিবারিক পরিষেবার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

লক্ষ্য সেনের হৃদয়ভঙ্গ, অল ইংল্যান্ড ওপেন ফাইনালে পরাজিত

ইতিহাসের দোরগোড়ায় পৌঁছেও লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ

৮ মার্চ ঃ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আড়ালে, ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা লক্ষ্য সেন ইতিহাসের দোরগোড়ায় পৌঁছেও লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলেন। অল ইংল্যান্ড ওপেনের সোনালি মঞ্চে দাঁড়িয়ে, তিনি শেষ পর্যন্ত শিরোপা জিততে পারেননি। তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে অল ইংল্যান্ড ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবর্ণ সুযোগটি হাতছাড়া করলেন লক্ষ্য সেন, যিনি ফাইনালে হারলেন চিনা তাইপের লিন চুন-ই’র কাছে। খেলার ফল ছিল ২১-১৫, ২২-২০, যা তার জন্য এক অপূরণীয় স্বপ্নের মতো হয়ে রইল। লক্ষ্য সেনের এবারের ফাইনাল ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের দ্বিতীয়বারের মতো অল ইংল্যান্ড ওপেনে ফাইনালে ওঠা। প্রথমবার তিনি ২০২২ সালে ফাইনালে উঠেছিলেন এবং সেবার তিনি রূপো পেয়েছিলেন। এবারের ফাইনালে হেরে যাওয়ার ফলে, ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের কিংবদন্তিদের মতো - প্রকাশ পাড়ুকোন, পুল্লেলা গোপীচাঁদ - তাদের পাশে নিজের নাম লেখানোর সুযোগ তিনি হারালেন। এই নৃশংস পরাজয় এমন এক সময় এসেছে, যখন গোটা দেশ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে মগ্ন ছিল, আর লক্ষ্যের প্রতিটি পদক্ষেপের প্রতি ছিল অত্যন্ত আগ্রহী।

ফাইনালের প্রথম গেমটি লক্ষ্য সেনের জন্য একপ্রকার একপেশে হয়ে দাঁ।ায়। শুরু থেকেই চিনা তাইপের লিন চুন-ই তার নিজস্ব দক্ষতা এবং শক্তিশালী খেলার মাধ্যমে পুরো গেমে আধিপত্য বিস্তার করেন। লক্ষ্য চেষ্টা করলেও, তিনি লিনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রাখতে পারলেন না। একদিকে লিনের ধারাবাহিকতা এবং শারীরিক শক্তি ছিল অসাধারণ, অন্যদিকে লক্ষ্য যেন খেলার সঠিক ছন্দ ধরতে পারছিলেন না। প্রথম গেমটি শেষ হয় ২১-১৫ পয়েঃেট, যেখানে লক্ষ্য সেনের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বী লিনের দৃ।তার কাছে তিনি পরাজিত হন। প্রথম গেমে পরাজয়ের পর, লক্ষ্য সেন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন এবং দ্বিতীয় গেমে এক কঠিন প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করেন। গেমটি শুরু হলে তিনি কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও, ধীরে ধীরে তার ধারাবাহিক পয়েন্ট অর্জন শুরু হয়। দ্বিতীয় গেমে তিনি ০-২ থেকে ৩-২ এগিয়ে যান এবং এরপর একের পর এক পয়েন্ট নিয়ে লিন চুন-ই’কে চাপে ফেলতে থাকেন।

এটি ছিল লক্ষ্য সেনের সেরা মুহূর্ত, যখন তিনি ১০-৫ করে ফেলেন এবং বিরতির সময় ১১-৮ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। এমনকি, গেমের পরবর্তী সময়েও তিনি দুর্দান্ত খেলতে থাকেন। তবে, লিন চুন-ই ছিলেন পরিণত খেলোয়া। এবং তিনি খুব দ্রুত নিজের খেলা গুছিয়ে নেন। বিরতির পর, লিন চুন-ইর প্রতিপক্ষ হওয়া যে সহজ কাজ ছিল না, তা সবাই বুঝতে পারেন। লিন ধারাবাহিকভাবে পয়েন্ট সংগ্রহ করতে থাকেন এবং ১৪-১৪ সমতায় চলে আসেন। দ্বিতীয় গেমের পর, লিনের খেলায় একটি অদ্ভুত স্বাভাবিকতা আসে। তিনি নিজের খেলায় উন্নতি ঘটাতে থাকেন এবং লক্ষ্য সেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। শেষ পর্যন্ত, এই উত্তেজনাপূর্ণ গেমটি ২২-২০ পয়েন্টে শেষ হয় এবং লক্ষ্য সেনকে আবারও হারতে হয়। এইভাবে, অল ইংল্যান্ড ওপেনের ফাইনালে হেরে গিয়ে লক্ষ্য সেন ইতিহাস গ।ার সুযোগ হাতছাড়া করেন। তাঁর সামনে ছিল এক বিরাট সম্ভাবনা, যেখানে তিনি ভারতীয় ব্যাডমিন্টনকে আরও নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তার পরাজয় সেই স্বপ্নকে ভেঙে দেয়। লক্ষ্য সেনের কাছে এই হার ছিল শুধু একটি টুর্নামেন্টে পরাজয় নয়, এটি ছিল একটি দীর্ঘ যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। তিনি সোনালী দিনের প্রতীক হিসেবে উঠেছিলেন, যেখানে পুল্লেলা গোপীচাঁদ এবং প্রকাশ পাড়ুকোনের মতো কিংবদন্তি শাটলারদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা হতো। অল ইংল্যান্ড ওপেনের ফাইনালটি ছিল সেই সুযোগ, যেখানে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু শেষমেশ তিনি তা করতে পারেননি। অল ইংল্যান্ড ওপেনের ফাইনাল তার ক্যারিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও, তিনি এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবেন, এটাই প্রত্যাশা। তবে, লক্ষ্যের পাশাপাশি অল ইংল্যান্ড ওপেনের এই বছরে আরও একটি ব। ক্ষতি ছিল পিভি সিন্ধুর অনুপস্থিতি। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের অন্য এক তারকা সিন্ধু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে না পারায় এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তার অনুপস্থিতিতে, ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দলের চোখ ছিল লক্ষ্য সেনের দিকে। কিন্তু শেষমেশ তাঁর পরাজয় সেই আক্ষেপ বয়ে এনেছে। যদিও লক্ষ্য সেন অল ইংল্যান্ড ওপেনের ফাইনালে পরাজিত হয়েছেন, তবে তিনি এখনো ভারতের ব্যাডমিন্টন সম্প্রদায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তার তরুণ বয়স এবং তার খেলার ধরন দেখে মনে হয়, ভবিষ্যতে আরও অনেক ব। সাফল্য অর্জন করবেন। অল ইংল্যান্ড ওপেনের ফাইনালে হারলেও, ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে তার নাম অমর হয়ে থাকবে, এবং হয়তো আগামী দিনে সে ইতিহাস বদলে দেবে।

২৫৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম, ৫ বলে ৫ উইকেট নিয়ে নজির গড়লেন কিউয়ি পেসার ব্রেট রান্ডেল

মুম্বাই, ৮ মার্চ ঃ ইতিহাসে লেখা হলো এক নতুন অধ্যায়। ২৫৪ বছরের পুরনো প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৫ বলে ৫ উইকেট নিলেন একজন বোলার, এবং সেই বোলার হলেন নিউজিল্যান্ডের তরুণ পেসার ব্রেট রান্ডেল। তাঁর এই রেকর্ড-ব্রেকিং স্পেল শুধু ক্রিকেট বিশ্বে তাক লাগিয়ে দিয়েছে, একইসঙ্গে এটি ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি অমূল্য মুহূর্ত হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রান্ডেলের এই অসাধারণ অর্জনটি ঘটেছে গত সপ্তাহে নেপিয়ারে, যেখানে তিনি সেন্ট্রাল স্ট্যাগস দলের হয়ে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের বিরুদ্ধে প্লাঙ্কেট শিল্ডের ম্যাচে তার বিধ্বংসী বোলিংয়ের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখান। তিনি শুধু ৫ বলে ৫ উইকেট নেওয়ার নজির গড়েননি, বরং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৮ বলে ৬ উইকেট নেওয়ার রেকর্ডও নিজের করে নিয়েছেন। এই অসাধারণ রেকর্ডটি গ।ছেন ব্রেট রান্ডেল, যিনি সেন্ট্রাল স্ট্যাগসের হয়ে খেলছিলেন। প্রথমে ব্যাটিং করে সেঃট্রাল ডিস্ট্রিক্টস ৩৭৩ রানে অল আউট হয়ে যায়। এরপর, নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের বিপক্ষে রান্ডেলের বোলিং তাণ্ডব শুরু হয়। তিনি তার বোলিংয়ের তৃতীয় ওভারের শেষ বলে হেনরি কুপারকে বোল্ড করেন, এবং তারপর একে একে পরপর ৪টি উইকেট তুলে নেন। অপর্যাপ্ত রান সংগ্রহ করতে থাকা নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস পরপর পাঁচটি উইকেট হারায় রান্ডেলের বিধ্বংসী স্পেলে। পরপর উইকেটগুলোর মধ্যে জি রাভাল, জো কার্টার, রবার্ট ও’ডোনেল এবং ক্রিশ্চিয়ান ক্লার্ককে সাজঘরে পাঠান তিনি। এই দুর্দান্ত বোলিংয়ের কারণে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস ৫ ওভারে ৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে। সেই সময় রান্ডেলের বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ২.৪-১-২-৫। এই ৫ উইকেটের দাপটে তারা মাত্র ৮২ রানে অল আউট হয়ে যায় এবং ফলো-অন করতে বাধ্য হয়। ব্রেট রান্ডেল এর পরে বলেন, এটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। অবিশ্বাস্য মুহূর্ত! হ্যাটট্রিকের পরেও আমি শুধু একই জায়গায় বল করেছি। আমাদের সব সময় বলা হয়, উইকেটের খোঁজে বা।তি কিছু না করতে। তাই একই পরিকল্পনা মেনে বল করে গিয়েছিলাম। সেটাই কাজে দিয়েছে। তার এই বক্তব্যে তিনি যে পেশাদারিত্ব এবং আত্মবিশ্বাস

দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে এক প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত। রান্ডেল যে সময় ৫ উইকেট নেন, তখন তার বোলিং স্ট্রাইক রেট ছিল দুর্দান্ত, এবং ১১ ওভারে ২৫ রান দিয়ে ৭ উইকেট সংগ্রহ করেন তিনি। এমনকি ম্যাচের শেষে সেন্ট্রাল স্ট্যাগস এর দলের কোচও রান্ডেলের বোলিংয়ের প্রশংসা করেন, এবং তাকে বিশ্ব ক্রিকেটের নতুন বিস্ময় হিসেবে অভিহিত করেন। কিউয়ি পেসারের এই রেকর্ড পরবর্তী সময়ে বিশ্ব ক্রিকেটে বড় ধরনের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এটি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের ২৫৪ বছরের ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। এতদিনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি যে, এক বোলার ৫ বলের মধ্যে ৫ উইকেট নেন। ১৭৭২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচের মধ্যে এমন নজির গ।নেনি কেউ। ব্রেট রান্ডেলের এই রেকর্ডটি ক্রিকেটের ইতিহাসে অনন্য হয়ে থাকবে, এবং তাকে একজন নতুন যুগের ক্রিকেটার হিসেবে স্মরণ করা হবে। রান্ডেল কেবল প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেই নয়, তাঁর আইপিএল অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তবে, এই ৫ বলের ৫ উইকেটের মাধ্যমে তিনি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছেন। এমন একটি রেকর্ড যে কিউয়ি ক্রিকেটের জন্যও এক অনুপ্রেরণা হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।এই রেকর্ড গড়ার পর ব্রেট রান্ডেলের ভবিষ্যতও উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। তার এই পারফরম্যান্স কেবল কিউয়ি ক্রিকেটেই নয়, বিশ্ব ক্রিকেটেও তাকে অনেক ব। মঞ্চে দাঁ।ানোর সুযোগ দিতে পারে। রান্ডেল যে সময় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এই রেকর্ড গ।ছেন, তার আগেই নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালেও নজর রাখা হচ্ছিল। তার ফর্ম এবং আত্মবিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনগুলোতে তার ক্যারিয়ারের আরও অনেক উজ্জ্বল মুহূর্তের প্রত্যাশা করা যায়। এই ইতিহাস গড়ার মুহূর্তটি তার জীবনের সবচেয়ে ব। অর্জন হতে পারে, এবং এই পারফরম্যান্স তাকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভবিষ্যতে আরও বড় একটি জায়গা করে দিতে সাহায্য করতে পারে। তবে, এটি কেবল তার জন্য নয়, নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট এবং পৃথিবীজুড়ে ক্রিকেট প্রেমীদের জন্যও একটি গর্বের বিষয়। রান্ডেল এখন নিজেকে নতুনভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তার ঐতিহাসিক বোলিং স্পেলের মাধ্যমে শুধু নিজের যোগ্যতা নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে নতুন এক উচ্চতা অর্জন করেছে নিউজিল্যান্ড। এখন অপেক্ষা, কিভাবে তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বড় মঞ্চে নিজেকে আরো তুলে ধরেন। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে তার সামনে সুযোগ রয়েছে আরও বড় কিছু করার, এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার ধারাবাহিকতা যদি বজায় থাকে, তবে তিনি নিজের নাম চিরকাল ক্রিকেট ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়ে যাবেন।

ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অজি সফরে হতাশাজনক পরিণতি

ওয়ানডে সিরিজের পর হার দিন-রাতের টেস্টে, হিলির বিদায়ী জয়

৮ মার্চ ঃ অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর, সিরিজের পর সিরিজে একের পর এক হার দেখে তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ বেড়ে গেলো। প্রথমে ওয়ানডে সিরিজে ৩-০ হোয়াইটওয়াশ, এবং এবার একমাত্র দিন-রাতের টেস্টেও হারতে হলো ভারতের মেয়েদের। একপেশে এই লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করেছে ১০ উইকেটে। এই দাপুটে জয় দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আলিসা হিলি তার আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্যারিয়ারকে বিদায় জানালেন। ভারতীয় দল ম্যাচের তৃতীয় দিনেই যখন দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৪৯ রানে গুটিয়ে যায়, তখন অস্ট্রেলিয়ার জন্য জয়লাভের লক্ষ্যমাত্রা ছিল মাত্র ২৫ রান। এই ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে কোনো সময় নষ্ট না করে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনাররা সহজেই তা পেরিয়ে যান। মাত্র ৪.৩ ওভারে প্রয়োজনীয় রান তুলে অ্যালিসা হিলির দল ম্যাচ জিতে নেয়। ভারতীয় ইনিংসের পরিস্থিতি ছিল একদম সঙ্গিন। তৃতীয় দিন ভারত ৬ উইকেটে ১০৫ রানে ব্যাট করতে শুরু করে। স্নেহ রানা (৩০) ও প্রতীকা রাওয়াল (৬৩) কিছুটা প্রতিরোধ গ।ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সামনে সেটি খুব বেশিক্ষণ টেকেনি। প্রতীকা ও রানাকে ফেরানোর পর ভারতীয় ইনিংস দ্রুত ভেঙে পড়তে থাকে। অ্যাশলি গার্ডনারের বোলিং তাণ্ডবে ভারতীয় ব্যাটারদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই পারফরম্যান্সের পর ভারতের জন্য ম্যাচে ফিরতে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামে ভারত প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং করে ১৯৮ রানে গুটিয়ে যায়। এরপর অস্ট্রেলিয়া নিজেদের ইনিংসে ৩২৩ রান করে, ফলে ভারত ১২৫ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামে। দ্বিতীয় ইনিংসে আর কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, এবং ভারত মাত্র ১৪৯ রানে অলআউট হয়ে যায়। এরপর মাত্র ২৫ রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার জর্জিয়া ভল ও ফোবি লিচফিল্ড সহজেই লক্ষ্য পূর্ণ করে ম্যাচ শেষ করেন। অস্ট্রেলিয়ার এই দাপুটে জয়টি শুধুমাত্র ম্যাচের শেষের জয় ছিল না, বরং এটি ছিল বিদায়ী অধিনায়ক আলিসা হিলির জন্য এক স্মরণীয় বিদায়। তার নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া এমন একটি জয় পেয়েছে, যা তার দীর্ঘ এবং সফল কেরিয়ারে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ম্যাচ শেষে মন্তব্য করেন, টি-টোয়েন্টি সিরিজে আমরা ভালো শুরু করেছিলাম, কিন্তু ওয়ানডে এবং টেস্টে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারিনি। তবে অস্ট্রেলিয়ায় পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলা আমাদের জন্য এক বড় অভিজ্ঞতা। গোলাপি বলের টেস্ট ছিল একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন চ্যালেঞ্জ, যা আমরা নিজেদের জন্য শিখতে পেরেছি।

তিনি বলেন, রবিবার ছিল আমার জন্মদিন, কিন্তু এমন বিশেষ দিনে দলের এই পরিণতি হতাশাজনক। ভারতের পক্ষে এই সফরটি খুব একটা সুখকর হয়নি, তবে হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে তারা বেশ কিছু নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তবুও, দলকে আরও উন্নতি করতে হলে আরো অনেক কাজ করতে হবে, এমনটাই ধারণা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আলিসা হিলি ম্যাচ শেষে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তিনি বলেন, টি-টোয়েন্টি সিরিজে আমাদের হারের পর দল দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁ।িয়েছে, যা সত্যিই অসাধারণ। দলের পারফরম্যান্সে আমি গর্বিত। অস্ট্রেলিয়া জার্সিতে এটি আমার শেষ ম্যাচ ছিল এবং ভবিষ্যতে এই দল আরও সাফল্য অর্জন করবে, আমি নিশ্চিত। হিলি তার কেরিয়ারে ১০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন, এবং ৪৮৯ রান করেছেন, যার গড় ছিল ২৯.৫২। তার সর্বোচ্চ রান ছিল ৯১। তার নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া তার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ভারতকে একপেশে হারাতে সক্ষম হয়েছে এবং টেস্ট ক্রিকেটে তার ক্যারিয়ারকে স্মরণীয় করে রেখেছে। অস্ট্রেলিয়ার এই জয় শুধু একটা সিরিজ জয় নয়, বরং এটি তাদের শক্তিশালী ক্রিকেটারদের সাফল্যের প্রতিফলন। একই সঙ্গে, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের জন্য অনেক কিছু শিখতে হবে। যদিও তারা টি-টোয়েন্টি সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল, তবে ওয়ানডে ও টেস্ট সিরিজে তাদের পারফরম্যান্স খুবই হতাশাজনক ছিল। এই সফর ভারতের জন্য অনেক বড় শিক্ষা হতে পারে। তাদের অবশ্যই নিজেদের খেলার উন্নতি করতে হবে, বিশেষত টেস্ট ক্রিকেটে। গোলাপি বলের টেস্টে, যেখানে টেকনিক ও মানসিক দৃ।তা গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে ভারতীয় দলকে আরও উন্নতি করতে হবে। অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল যে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, তা স্পষ্ট। ওয়ানডে এবং টেস্ট সিরিজে তারা হতাশাজনক পরিণতির শিকার হলেও, তাদের জন্য ভবিষ্যত এখনও উজ্জ্বল। ভারতীয় দলের জন্য এখন উচিত নিজেদের শক্তিশালী করা এবং পরবর্তী চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুতি নিতে। অস্ট্রেলিয়ার এই দাপুটে জয় এবং বিদায়ী অধিনায়ক হিলির স্মরণীয় বিদায় ম্যাচ ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় হয়ে থাকবে।

বুমরাহর ছোটবেলার কোচ শোনালেন তার ক্রিকেট যাত্রার গল্প

ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বোলার জসপ্রীত বুমরাহ, যিনি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সেরা পেস বোলার হিসেবে পরিচিত, তার ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল একেবারে সাধারণভাবে। বুমরাহের ছোটবেলার কোচ কিশোর ত্রিবেদী, যিনি বুমরাহর প্রথম বোলিং কোচ ছিলেন, সম্প্রতি তার শৈশব এবং ক্রিকেটে পথ চলার গল্প শেয়ার করেছেন। ত্রিবেদী বলেছেন, ‘ওর বোলিং অ্যাকশন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, যা তার ক্যারিয়ারের ভিত্তি তৈরিতে সাহায্য করেছে।’ বুমরাহের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র ছিল, ওয়ার্ক হার্ড। ড্রিম বিগ। স্টে হাম্বল-যা তার স্কুল নির্মাণ হাইস্কুলেরও মূলমন্ত্র। কলকাতার নামী স্কুলগুলোর মতো না হলেও, বজ্রপুরের নির্মাণ হাইস্কুল ছিল একটি বিশেষ জায়গা, যেখানে শৈশবের ক্রিকেটে প্রথম দিকের প্রশিক্ষণ পেয়ে তার বেড়ে ওঠা। স্কুলের চারতলা বিল্ডিংয়ের এক কোণে রয়েছে বুমরাহর বিশাল ছবি, যার পাশে লেখা, বুমরাহ, তোমার জন্য গর্বিত। বুমরাহের মা নির্মাণ হাইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগের প্রিন্সিপাল ছিলেন, কিন্তু বুমরাহ শৈশবে কখনোই পড়াশোনায় তেমন আগ্রহী ছিলেন না। তার মন শুধু ক্রিকেটেই। স্কুলের পাশেই ছিল ক্রিকেট প্র্যাকটিসের জায়গা, এবং সেখানেই তাকে খুঁজে পান কোচ কিশোর ত্রিবেদী।

রোহিত শর্মার পরামর্শই ছিল সঞ্জুর জন্য সাফল্যের চাবিকাঠি

মুম্বাই , ৮ মার্চ ঃ বিশ্বকাপের মঞ্চে যখন ভারতের লক্ষ্যে একের পর এক চ্যালেঞ্জ আসছিল, তখন সঞ্জু স্যামসনের ক্রিকেট কেরিয়ারেও ছিল না কোনো সুনির্দিষ্ট দিশা। ফর্মে কিছুটা চ্যালেঞ্জ, দলের মধ্যে জায়গা হারানো, এবং তারপর আবার ফিরে আসা-এসবের মধ্যে দিয়ে নিজের ক্রিকেট জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন তিনি। তবে, তাঁর জীবনে যে মুহূর্তটি সবকিছু বদলে দিল, তা হল-ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মার পরামর্শ। এই পরামর্শই ছিল সঞ্জুর জন্য সাফল্যের চাবিকাঠি, যা তাকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। বিশ্বকাপের শুরুতে সঞ্জু স্যামসন ব্যাট হাতে খুব একটা সুযোগ পাননি, তবে রোহিত শর্মা তার পাশে ছিলেন, তাকে সাহস জুগিয়েছিলেন এবং তাকে বিশ্বাস করিয়ে বলেছিলেন, দু ঃখ পেও না। এটা একটি দীর্ঘ টুর্নামেন্ট, তুমি ঠিক সময় সুযোগ পাবে। ঠিক সেদিন থেকেই যেন সঞ্জুর খেলায় নতুন জ্বালা আসে এবং সেই সুযোগ সে পূর্ণ ভাবে কাজে লাগায়। বিশ্বকাপের জন্য ভারতের প্রথম ম্যাচের আগে সঞ্জু স্যামসন টিম ইন্ডিয়ার একাদশে জায়গা পাননি। তাকে এই বাস্তবতাটা মেনে নিয়ে মানসিকভাবে শক্ত থাকার পরামর্শ দেন রোহিত শর্মা। পরবর্তী সময়ে, সঞ্জু সেই সুযোগ পান এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে নিজের প্রতিভা প্রমাণ করেন। সেই ভিডিওটি, যেখানে রোহিত সঞ্জুকে আশ্বস্ত করছেন এবং তাকে হতাশ না হতে বলছেন, সামাজিক মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এই ভিডিওটি ৭ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ধারণ করা হয়েছিল, যখন জাতীয় সঙ্গীত চলছিল। রোহিত শর্মা এই বিষয়ে বলেন,

আমি নিজে এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি। ২০১১ বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পাইনি, তখনও আমি হতাশ হয়েছিলাম। তাই আমি জানতাম, সঞ্জুরও এমন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখনই তাকে বলেছিলাম, ফোকাস ধরে রাখো, নিজের প্রস্তুতি চালিয়ে যাও। দীর্ঘ টুর্নামেন্ট, তোমার সুযোগ আসবেই। রোহিত শর্মার এই পরামর্শ সঞ্জুকে শুধুমাত্র মানসিকভাবে শক্ত করতে সাহায্য করেনি, বরং তাকে তার ক্রিকেট খেলায় পুনরায় আত্মবিশ্বাস প্রদান করেছে। যখন সঞ্জু তার পছন্দের জায়গা হারিয়েছিলেন এবং দলের বাইরে ছিলেন, তখন রোহিত জানতেন যে, এটা তাঁরই অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি, যা তিনি একদিনে পার করেছেন। তাঁর কথার মধ্যে ছিল একজন সহযোদ্ধার তীব্র সহানুভূতি এবং একজন নেতা হিসেবে যথাযথ নির্দেশনা।এই পরামর্শের পর, সঞ্জুর জন্য সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ আসে বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে, যেখানে তিনি জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন। সেখানেই সঞ্জু তার ব্যাটিং দক্ষতা দেখিয়ে দলের অন্যতম ভরসা হয়ে ওঠেন। সঞ্জু, যিনি সেই সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট সুযোগের অভাবে একটু পিছিয়ে প।ছিলেন, তিনি এখন সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন এবং ভারতকে ফাইনালে তোলেন। সঞ্জু স্যামসন এর পরের কয়েকটি ম্যাচে একের পর এক পারফরম্যান্স দেখান। চারটি ম্যাচে ২৩২ রান করেন, গ। ৭৭.৩৩ এবং স্ট্রাইক রেট ছিল ২০১.৭৩। এই গ। এবং স্ট্রাইক রেট এমন একটি খেলোয়া।রে গল্প বলে, যিনি নিজের সুযোগ কাজে লাগাতে জানেন। সঞ্জুর ব্যাটিং-এর এই নতুন অধ্যায় ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ এই বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার জন্য তার ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। সঞ্জু শুধু ব্যাট হাতে দলের দায়িত্ব নিয়েই নয়, মানসিকভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের দিক থেকেও একটি নতুন দিশা পেয়েছিলেন। এখন ভারতীয় দলের লক্ষ্য শুধু বিশ্বকাপ ফাইনাল জয়, এবং সেই ম্যাচে সঞ্জুর ব্যাট যেন ঝ। তুলুক, সে আশা করছেন কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী। সঞ্জুর এই ব্যাটিং স্টাইল ও দক্ষতা শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয়, বিশ্ব ক্রিকেটের জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেখাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেটের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। রোহিত শর্মা শুধু একজন বড় তারকা নয়, তিনি একটি দলের নেতৃত্বের জন্য আদর্শ। তার সঠিক পরামর্শ এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ দলের মধ্যে এমন একটি শক্তিশালী পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজের সর্বোচ্চ উৎকর্ষে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। বিশেষত সঞ্জুর মতো খেলোয়াড়দের জন্য, রোহিতের পরামর্শ সত্যিই আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। যখন খেলোয়াড়ের মনোবল ভেঙে যায়, তখন তাকে তুলে ধরার কাজটা খেলার বাইরে থেকেও অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। রোহিত শর্মা যেভাবে সঞ্জুর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে উসাহিত করেছিলেন, তা সত্যিই এক অনন্য উদাহরণ। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন, একজন ভালো খেলোয়া।ই অন্য খেলোয়া।ড়ের মনোবল এবং মানসিক পরিস্থিতি সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারে। রোহিত নিজেও একসময় দলে জায়গা না পাওয়ার মতো পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলেন, এবং সেই অভিজ্ঞতাই তাকে সঞ্জুর মতো দলের সদস্যের পাশে দাঁড়িয়ে সহানুভূতিশীল পরামর্শ দিতে সাহায্য করেছে। এখন ভারতের চোখ বিশ্বকাপের ফাইনালের দিকে। সঞ্জুর কাছে রয়েছে সেই সুযোগ, যা সে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছে এবং ভারতের হয়ে ফাইনালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ভারতীয় দলের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে পারে, যেখানে দলের সহযোদ্ধারা, বিশেষত সঞ্জু স্যামসন, তাদের সর্বোচ্চ খেলাটাই দেখাতে প্রস্তুত। সেই মুহূর্তে রোহিত শর্মার দেওয়া পরামর্শ তার সাফল্যের অন্যতম মাইলফলক হয়ে থাকবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com